জোড় ঝাঁপ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর
৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ
জা মা ল পু র

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

১০ জানুয়ারি ২০১৮, বুধবার সকাল ১০.০০টা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল

অধ্যক্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

সম্পাদক :

ডাঃ মোঃ সাইফুল আমীন

সহকারি অধ্যাপক, শিশু বিভাগ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

সহকারী সম্পাদক :

- **খালিদ মাহমুদ**
  ৪র্থ বর্ষ এমবিবিএস
  শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

সম্পাদনা সহযোগী :

- **রিয়াদ মাহমুদ**
  ৪র্থ বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **মোঃ এজবার আলী**
  ৪র্থ বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **সাদিয়া আফরিন জ্যোতি**
  ৪র্থ বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **মাফিন মোর্শেদ**
  ৩য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **মোঃ তুষার আহম্মেদ**
  ৩য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **মোঃ রায়হান উদ্দিন**
  ৩য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **রাফিউল ইসলাম রিয়ান**
  ২য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

বর্ণ বিন্যাস :

- **নুরেশ মাকসুদ নিশাত**
  ৪র্থ বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **তাসলিমা আক্তার লুনা**
  ৩য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **আহসান হাবিব**
  ২য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

গ্রাফিক্স :

- **মোঃ কামরুল হাসান নাহিদ**
  ডিজাইনার এন্ড ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রঙ ডিজিটাল প্রিন্টার্স, জামালপুর
- **তানজিম মাহমুদ**
  ৪র্থ বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **এ.বি.এম তৌফিক হাসান**
  ৩য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **রিফাত উল্লাহ**
  ২য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
- **মাহফুজুল ইসলাম সুমন**
  ২য় বর্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

মুদ্রণ
রঙ ডিজিটাল প্রিন্টার্স
মেডিকেল রোড, জামালপুর। ০১৯৯৪-২৩৩১৪৫

CamScanner

তোমার ভাষণ
সীমানা ছাড়িয়ে
করেছে বিশ্ব জয়
তুমি সত্য, তুমি মহান
তোমার নাইকো ক্ষয়।

CamScanner

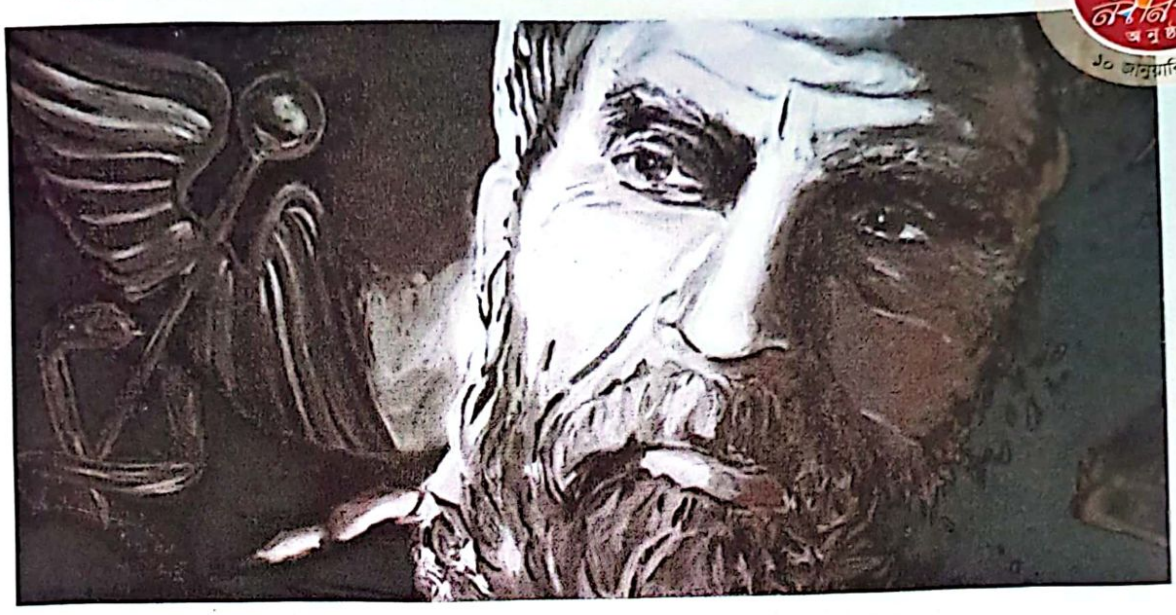

The Declaration of Geneva, as currently published by the WMA reads:

At the time of being admitted as a member of the medical profession:

- I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity;
- I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due;
- I will practice my profession with conscience and dignity;
- The health of my patient will be my first consideration;
- I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died;
- I will maintain by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;
- My colleagues will be my sisters and brothers;
- I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;
- I will maintain the utmost respect for human life;
- I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;
- I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948
and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968
and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983
and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994
and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005
and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006

CamScanner

বাণী

মির্জা আজম, এম পি
প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি ২০১৮ বাংলা ও বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে "দৌড়ঝাঁপ" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা খুবই সৃষ্টিশীল ও যুগোপযোগী একটি পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নিরলস পরিশ্রম ও দক্ষতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে দেখা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে আজ আমরা উপনিত। তারই ধারাবাহিতকায় আজ আমাদের জামালপুরে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। যে জামালপুরকে এক শহরের গলি বলা হত তা আজ আর নেই। নির্মিত হয়েছে সু প্রশস্থ বাইপাস রাস্তা। যে শহরের দিকপাইত অঞ্চলে নির্মিত হতে যাচ্ছে ইপিজেড। যা ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাখবে ব্যাপক অবদান। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দয়াময়ী মোড়ে নির্মাণ শুরু হয়েছে শেখ হাসিনা হাইটেক পার্কের। যার মাধ্যমে জামালপুরবাসী পাবে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের সর্বোচ্চ সেবা।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার একটি স্বাস্থ্য বান্ধব সরকার। স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবধর্মী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। ৩৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে একসাথে সাড়ে ছয় হাজার চিকিৎসক নিয়োগের পর আরও দশ হাজার চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। জামালপুরে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও অপারেশন সুবিধা সম্পন্ন ডায়াবেটিক হাসপাতাল। আজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিভাগ ডিজিটালাইজড। চালু হয়েছে অনলাইন স্বাস্থ্যসেবা "ই-হেল্‌থ"। তৃণমূল পর্যায়ে নিশ্চিত করা হচ্ছে পুষ্টিসেবা। বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার দায় থেকে সমগ্র বাংলাদেশের মেহনতি মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এ বর্তমানে অধ্যয়নরত ও নবাগত ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেতে চাই- বর্তমান অস্থায়ী ক্যাম্পাসে অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধার মধ্যে হয়তো আপনাদের সাময়িক একটু অসুবিধা হচ্ছে। এ কথা মাথায় রেখেই জামালপুর শহরের পশ্চিম দিকে নব নির্মিত সু-প্রশস্ত বাইপাস রাস্তা ঘেঁষে মনিরাজপুরে অত্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মানের স্থান নির্বাচন করেছি আমরা। সেখানে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সুবিশাল স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ শেষ হলে আপনারাও যেমন সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সু-চিকিৎসক হতে পারবেন, আধুনিক ডিজাইনের সু-বিন্যস্ত ক্যম্পাস দেখে জামালপুরবাসীরও মন ভরে যাবে এবং অত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তারা উন্নতমানের আধুনিক চিকিৎসা সেবা পাবে।

আমি "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্বরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত অত্র মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে এই মেডিকেল কলেজের ৪র্থ ব্যাচের আগমনকে স্বাগতম এবং নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মির্জা আজম, এম পি

বাণী

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা), এমপি
সাবেক ভূমিমন্ত্রী ও সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

ভাবতেই ভাল লাগছে ১০ জানুয়ারি ২০১৮ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক দিনে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

সময়ের নিরন্তন বয়ে চলা যে অমোঘ সত্য, সেই সত্যের পথ ধরে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে আমাদের এই প্রাণের প্রতিষ্ঠান। শুরু থেকেই শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের সাথে সংযুক্ত আছি বলে কলেজটিকে সন্তানতুল্য মনে হয়। সন্তানের সফলতায় মা বাবা যেমন খুশি হয়, তেমনি এই মেডিকেল কলেজের সফলতায় আমরা আনন্দিত হই। আমি আরও আনন্দিত একারণে যে, জামালপুর শহরের উপকণ্ঠে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন সুবিশাল ক্যাম্পাস গড়ে ওঠছে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর জন্য। কিছুদিন আগেও অবহেলিত জামালপুরবাসীর চিকিৎসা ব্যবস্থার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সামান্য অসুখ-বিসুখেও ময়মনসিংহ বা ঢাকায় দৌড়াদৌড়ি করা লাগত। আধুনিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পাওয়া ছিল অত্র এলাকাবাসীর কল্পনাতীত। তাই, এই প্রতিষ্ঠান যেমন বহুল আকাঙ্ক্ষিত ও স্বপ্নের তেমনি দুখী ও দরিদ্র মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। এই মেডিকেল কলেজ একই সাথে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সফলতার পরিচায়ক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন এই সরকারের সময়ে যেমন মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, সেই সাথে হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বিশেষায়িত হাসপাতাল। বৃদ্ধি করা হচ্ছে আধুনিক সব পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ। একই সময়ে বেড়েছে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ক্লিনিকের সংখ্যা। অন্যান্য সেক্টরের সাথে সাথে ডিজিটাল হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থাও।
আমি আশা করব, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে ধারণ করে ভবিষ্যতে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বিশ্বের মানচিত্রে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হবে। তারা শুধু ভালো ডাক্তারই হবে না, সেই সাথে ভালো মানুষ হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবে ইনশা'আল্লাহ। সততা, ন্যায় পরায়নতা ও অধ্যবসায় হোক শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ভীত। সেই সাথে আমি আশা করি, "দৌড়ঝাঁপ" ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভা আরও বিকশিত হবে। এই ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককেই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর নবাগত ৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, আজকের এই সুন্দর শীতের সকালের বিনম্র ভালোবাসায় সিক্ত হোক তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়, প্রত্যেকটি সময়, প্রত্যেকটি মুহূর্ত।
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর উত্তরোত্তর উন্নয়নের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সাথে মিশে থাকবে আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ভালোবাসা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ রেজাউল করিম (হীরা)

বাণী

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল
সংসদ সদস্য,জামালপুর-০২
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি ২০১৮ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াসে "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে যা সৃষ্টিশীল মননের বহিঃপ্রকাশ।

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। স্বাস্থ্যখাতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার সাফল্য ঈর্ষণীয়। আর এ সাফল্য এসেছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। সাধারণ মানুষের দোড়গোড়ায় নূন্যতম খরচে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধ পরিকর। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় জননেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্ভাবন কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সহ স্বাস্থ্যখাতে অন্যান্য যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও অবাক বিস্ময়। পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ, জেলা-উপজেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ও বিশেষায়িত সেবা বৃদ্ধি, নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করেছে বর্তমান সরকার।

বাংলাদেশের জনগণের স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উদ্যোগ নিয়েছেন "শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর" স্থাপন তারই ধারাবাহিকতা। আমার আশা থাকবে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে মেধা, মনন, সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে এবং বিশ্ব সভায় বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

আমি "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত অত্র মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল

CamScanner

বাণী

ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
জেলা পরিষদ, জামালপুর।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এটা জেনে যে, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ও ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "দৌড়ঝাঁপ" স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রয়াস চালাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বহুমুখী উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন তার ছোঁয়া আমরা স্বাস্থ্যখাতেও দেখতে পাচ্ছি। এখন অনেক জটিল ও কঠিন রোগের সু-চিকিৎসা বাংলাদেশেই সম্ভব হচ্ছে, যা অতীতে আমরা ভাবতেও পারতাম না।

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নব্য সুতিকাগার। এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে একজন সৎ ও দক্ষ ডাক্তার হিসেবে গড়ে উঠবে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এই মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে আমার সার্বিক সহযোগীতা সবসময় অব্যাহত থাকবে।

নবীনবরণ উপলক্ষ্যে "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর জন্য শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী

বাণী

আহমেদ কবীর
জেলা প্রশাসক
জামালপুর।

ঐতিহাসিক ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং এই মহান দিনে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান ২০১৮ উপলক্ষে "দৌড়ঝাঁপ" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সহ পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রবীনদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতার ক্ষেত্রে টেকসই উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে অপার সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে 'স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩'। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)' এর অভীষ্ট অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। এসডিজির তৃতীয় লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল সমূহের উন্নয়ন ও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশে নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও আরও মেডিকেল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ সহ গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি হেল্‌থ ক্লিনিক চালু করে সর্বস্তরে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার "Brain Child" যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির প্রথম আশ্রয়স্থল। এটি আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শী দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ হবে স্বাস্থ্য সেবায় বিশ্বের রোল মডেল।

আমি বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামীতে দেশের যোগ্যতম ডাক্তার হয়ে গড়ে উঠবে এবং সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অঙ্গীকার করেছেন তা পূরণের লক্ষ্যে তারা নিজেরা সচেষ্ট হবেন।

আমি "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি।

আহমেদ কবীর

CamScanner

বাণী

মোঃ দেলোয়ার হোসেন পি এম
পুলিশ সুপার
জামালপুর।

'শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর'-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি মেডিকেল কলেজের শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম। জনগণের সেবা করার মহান ব্রত নিয়ে নিজেকে ২৪ ঘন্টা উৎসর্গ করেন চিকিৎসকগণ। রোগাক্রান্ত মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর মানসে চিকিৎসকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। নানা জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশে শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে প্রশংসিত। শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের নবীন শিক্ষার্থীগণ তাদের মেধা, সৃজনশীলতার সাথে মানবিক গুণাবলী, লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্য সম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রেখে সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সোনার বাংলা গড়ার দৃ প্রত্যয় নিয়ে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সেই স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে আসবে এবং দেশের কল্যাণে নিজে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়াবে এই প্রত্যাশা চিকিৎসকগণের প্রতি।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন পিপিএ

বাণী

ডাঃ গৌতম রায়
সিভিল সার্জন
জামালপুর।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারিতে "শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর" এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান ২০১৮ উপলক্ষে 'দৌড়ঝাঁপ' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঐতিহাসিক এই দিনটিতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বর্তমান সরকার স্বাস্থ্যবান্ধব সরকার। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে এ সরকার ১৩ হাজারের অধিক কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন সহ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করেছে। এই সরকারের আমলে হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ, নতুন পদসৃষ্টি, পর্যাপ্ত সংখ্যক নার্স এবং মিডওয়াইফ নিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান হয়। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচী, গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, স্যানিটেশন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিক তাল মিলিয়ে "শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর" এর ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় অসুস্থ, পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিবেদিত রাখবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি (SDG) এর লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকবে।

পরিশেষে আমি 'দৌড়ঝাঁপ' শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ গৌতম রায়

CamScanner

বাণী

ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সহকারি পরিচালক
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল
জামালপুর।

জামালপুর বাসীর প্রাণের দাবী আর চিকিৎসা সেবার উন্নতির জন্য আজ থেকে ৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর। দেখতে দেখতেই ৪র্থ ব্যাচের আগমন বার্তা। আগামী ১০ জানুয়ারি ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধনী ও নবীনবরণ অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষে কলেজ কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ "দৌড়ঝাঁপ" নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আরও আনন্দিত হয়েছি।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের আমলে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, দুইটি নতুন চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া হাজার হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ, নতুন পদ সৃষ্টি, দক্ষতা, মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান করেছে। স্বাস্থ্য সেবার উন্নতি করণ বর্তমানে সরকারের একটি অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ, শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নতুন নতুন টিকা সংযোজনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। যার ফলে শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর সু-চিকিৎসক গড়ার একটি অন্যতম আঙ্গিনা হিসেবে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে এবং সার্বিক ভাবে সফলতা ও সু-খ্যাতির সাথে টিকে থাকবে অনন্তকাল। নবীন শিক্ষার্থীগণ তাদের মেধা, সৃজনশীলতার সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্মেলন ঘটাবে। অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ভবিষ্যতে নিজেদের সু-চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলবে এবং বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুঃখ পীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে আমি "দৌড়ঝাঁপ" শীর্ষক স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি ও শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন এবং নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সর্বাত্মক সফলতা কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম

অধ্যক্ষের কথা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল
অধ্যক্ষ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ও
প্রকল্প পরিচালক
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল,জামালপুর।

মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ-আস্সালামু আলাইকুম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের এই শিশিরস্নাত সকালে প্রথমেই আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে গভীর শ্রদ্ধাবোধ জানাচ্ছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে, শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি, লাল-সবুজ পতাকার এই স্বাধীন স্বার্বভৌম মাতৃভূমির প্রতি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আজকের এই স্মৃতিবিজরিত ঐতিহাসিক দিনটিতে আমরা আমাদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজটির ৪র্থ ব্যাচকে স্বাগত জানাতে পারছি। তাদের আগমনধ্বনির সাথে সাথে নানান সীমাবদ্ধতার মাঝে গড়া ওঠা এ প্রতিষ্ঠানটি পেয়েছে পূর্ণাঙ্গতা। ছোট শিশু যেমন নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় পৃথিবীতে আসে এবং ধীরে ধীরে মায়ের নিবিড় পরিচর্যায় একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, তেমনি আজ হতে ৩ বছর পূর্বে মাত্র ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং এক ঝাঁক মেধাবী উদ্যমী শিক্ষক মন্ডলীকে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মেডিকেল কলেজটির। শিশু যেমন মায়ের কোল ছেড়ে একদিন হামাগুড়ি দেয়, বারবার হোচট খায় এবং এক সময় হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলতে শুরু করে, তেমনি এই মেডিকেল কলেজটিও নানা প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলছে। শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা, স্থায়ী ক্যাম্পাসের অভাব, নানামুখী বাধাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অত্র মেডিকেল কলেজের নিরলস পরিশ্রমী শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। যার ফসল অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রফেশনাল পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য। সকলের চোখে একটাই স্বপ্ন, অত্র মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে চিকিৎসক হিসেবে এদেশের স্বাস্থ্যখাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যম, উচ্ছাস, একাগ্রতা এবং আশানুরূপ ফলাফল একজন অধ্যক্ষ হিসেবে আমার এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আধুনিক চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত জামালপুর জেলায় শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জেলার চিকিৎসা ব্যবস্থায় সম্ভাবনার নতুন দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম এম.পি'র প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের এই পথচলায় যুগিয়েছে অনুপ্রেরণা। তাঁর প্রতি জানাই বিনম্র কৃতজ্ঞতা। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জানাই সদর আসনের মাননীয় এম.পি ও সাবেক ভূমিমন্ত্রী জনাব মোঃ রেজাউল করিম হীরা, জেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব ফারুক আহাম্মেদ চৌধুরী, সম্মানিত জেলা প্রশাসক, সম্মানিত পুলিশ সুপার ও জামালপুর পৌরসভার সম্মানিত মেয়র সহ জেলার সকল নেতৃবৃন্দের প্রতি, যাদের সার্বিক সহযোগিতায় বেগবান হচ্ছে অত্র মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম।

পড়াশুনার পাশাপাশি নিজেদের সৃষ্টিশীলতা ও মননকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের একান্ত আগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে "দৌড়ঝাঁপ" স্মরণিকাটি। এর সাথে জড়িত সকলকে জানাই ধন্যবাদ। তাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই এবং স্মরণিকাটিতে কোন অনিচ্ছাকৃত অসংগতি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাই।

পরিশেষে ৪র্থ ব্যাচের নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর সবুজ চত্বরে সু-স্বাগতম জানিয়ে মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ সহ সকলকে তাঁদের সানুগ্রহ উপস্থিতির মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের উদ্বোধন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুল ওয়াকিল

CamScanner

সম্পাদকের কথা

"মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি অটল নিজেরে কর জয়।"

ভয়, শংকা, বাধা বিপত্তি আর সব প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলেছে নব্য প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের পথ চলা। ২০১৫ সালের ১০ ইং জানুয়ারি মাত্র ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী আর এক ঝাঁক উদ্যমী শিক্ষকবৃন্দকে সাথে নিয়ে অধ্যাপক ডাঃ এম এ ওয়াকিল স্যারের সুযোগ্য নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এ মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম। সময়ের পরিক্রমায় জয় করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নানা প্রমাণ অনেকাংশেই সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক দিয়েই নয়, সৃজনশীলতা ও মনন, শৈলীর বিকাশেও এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদ অত্যন্ত যত্নশীল। অন্যদিকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাও সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং খেলাধুলা কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিগত তিন বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমাদের সাহিত্য সাময়িকী "দৌড়ঝাঁপ"।

মেডিকেলের শিক্ষা কার্যক্রম পৃথিবীর অন্যতম কঠিনতম এক শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হয়। কিন্তু এই কঠোর অধ্যবসায় আর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে নিজেদের সুপ্তপ্রতিভা ও সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের প্রকাশ হিসেবে এই স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রকাশ করেছে তাদের কচি হৃদয়ের আবেগ পাওয়া না পাওয়ার গল্প এবং সাহিত্যানুরাগের দলিল।

তাদের এই স্মরণিকাটি যথাযথ পরিমার্জন ও যত্নশীলতার সাথে করা হয়েছে। কিন্তু তবুও যদি কোন দোষ ত্রুটি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

পরিশেষে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীনবরণ ২০১৮ অনুষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে-

(ডাঃ মুহাম্মদ সাইফুল আমীন)
সম্পাদক
"দৌড়ঝাঁপ"
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ
জামালপুর।

CamScanner

সহ সম্পাদকের কথা

প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরের মধ্যেই শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে জামালপুরবাসীর প্রাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা দীক্ষাসহ অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য জায়গায়ও এই মেডিকেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। এই গৌরবময় পথচলার পেছনে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের পিতৃতুল্য অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত প্রয়াস। এই প্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য ও পিতৃতুল্য অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকগণ যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা আমৃত্যু আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। নবীন শিক্ষার্থীরাও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে ভালো ডাক্তার ও ভালো মানুষ হয়ে এই দেশ সহ দেশের অন্যত্র এই মেডিকেলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে বলে আমি আশা করি।

"যাত্রা হলো শুরু", "হামাগুঁড়ি" থেকে "হাঁটি হাঁটি পা পা" এই ধারাবাহিকতায় আজকের "দৌড়ঝাঁপ" প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীদের শ্রম, মেধা, দক্ষতা, আন্তরিকতা সর্বোপরি আপ্রাণ চেষ্টা। এই মেডিকেল কলেজের একজন ছাত্র হিসেবে আমি গর্বিত, পাশাপাশি দৌড়ঝাঁপ নামক স্মরণিকার সহ-সম্পাদক হতে পেরে আমি আনন্দিত। এই স্মরণিকার প্রত্যেকটি গল্প, কবিতা, কৌতুক এখানকার ছাত্র শিক্ষকদের মৌলিক রচনা। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ পড়াশোনার বাইরে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে দিক নির্দেশা দিয়েছেন তাঁরই বহিঃপ্রকাশ এই স্মরণিকা। তাই তাদের (ছাত্রছাত্রীদের) ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার প্রতি সম্মান রেখে ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

পরিশেষে নবীন শিক্ষার্থীদের এই মেডিকেল কলেজ পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর অভিভাবকদের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম।

"হে নবীন" তোমরা যে মহান উদ্দেশ্যে এই স্বপ্নের ক্যাম্পাসে এসেছো, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক। তোমাদের পদচারণায় মুখরিত হোক আমাদের স্বপ্নের ক্যাম্পাস।

এই কলেজের উত্তরণের প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সাথে মিশে থাক তোমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ভালোবাসা।

ধন্যবাদান্তে-

(খালেদ মাহমুদ)
সহ সম্পাদক
"দৌড়ঝাঁপ"
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ
জামালপুর।

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর
শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

অধ্যাপক ডাঃ এম. এ.ওয়াকিল
অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধান
ফিজিওলজী বিভাগ

ডাঃ উৎপল কুমার পাল
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডাঃ মোঃ ফরহাদ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
ফিজিওলজী বিভাগ

ডাঃ আঃ আলীম
সহকারি অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
এনাটমী বিভাগ

ডাঃ মোঃ আব্দুল বাতেন
সি: কনসালটেন্ট (সার্জারী) ও
অনারারী শিক্ষক, এনাটমী বিভাগ

ডাঃ এ.বি.এম মাকছুদুল হক
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ

ডাঃ সৈয়দা আঞ্জুমান নাসরিন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডাঃ মোহাম্মদ সাইফুল হাসান
সহকারী অধ্যাপক ও
মাইক্রোবায়োলজী

ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন
অনারারী শিক্ষক, ফরেনসিক মেডিসিন
ও সাবেক উপ পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডাঃ মোঃ ফেরদৌস হাসান
অনারারী শিক্ষক, ফরেনসিক মেডিসিন
ও আবাসিক চিকিৎসক
২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল
জামালপুর

ডাঃ এস.এম মাসুদ আলম
সহকারি অধ্যাপক
প্যাথলজী বিভাগ

ডাঃ মোঃ মাহবুবুল হক
সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ

ডাঃ মোঃ নূরুন্নবী
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
শিশু বিভাগ

ডাঃ মোঃ ফসিউর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ

ডাঃ রায়হান রোতাপ খান
সহকারি অধ্যাপক
মেডিসিন বিভাগ

ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ আলম
সহকারী অধ্যাপক ও
নিউরোলজি বিভাগ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

ডা: মোঃ গোলাম রব্বানী
সহকারী অধ্যাপক
নেফ্রোলজি বিভাগ

ডা: সঞ্জীব চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
কার্ডিওলজী বিভাগ

ডা: ফজলুল করিম
সহকারি অধ্যাপক
হৃদরোগ বিভাগ

ডা: শামছুর রহমান
সহকারি অধ্যাপক
রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগ

ডা: শেখ মোহাম্মদ আলী ইমাম
সহকারি অধ্যাপক
সাইকিয়েট্রি বিভাগ

ডা: সৈয়দ আলফে সানী
সহকারি অধ্যাপক
ইউরোলজী বিভাগ

ডা: সিদ্দিকুর রহমান
সহকারি অধ্যাপক
ইউরোলজী বিভাগ

ডা: সাইফুল্লাহ কবির
সহকারি অধ্যাপক
সার্জারী বিভাগ

ডা: এ.কে.এম আবুল হোসেইন
সহযোগী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ

ডা: শামীমা আক্তার
সহকারি অধ্যাপক
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ

ডা: মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহকারি অধ্যাপক
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগ

ডা: মোঃ জিন্নুর রাইন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
চক্ষু বিভাগ

ডা: মাহমুদুল হুদা লাভলু
সহকারি অধ্যাপক
চক্ষু বিভাগ

ডা: মোঃ মোস্তাক হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ জাকির হোসেন
সহকারি অধ্যাপক
রেডিওলজী এন্ড ইমেজিং বিভাগ

ডা: মোঃ রফিকুস সিদ্দিক
সহকারি অধ্যাপক, ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলো
ফেসিয়াল সার্জারী বিভাগ

ডা: মুহাম্মদ সাইফুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক
শিশু বিভাগ

ডা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
ইএনটি বিভাগ

ডা: আঃ করিম
সহকারি অধ্যাপক
ইএনটি বিভাগ

ডা: মাজহারুল আলম সিদ্দিক
সহকারি অধ্যাপক
ইএনটি বিভাগ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর
শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ

ডাঃ সুভাগতা আদিত্য
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডাঃ মোঃ হাসনাত
প্রভাষক, এনাটমী বিভাগ

ডাঃ নওশীন রুবাইয়াৎ
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

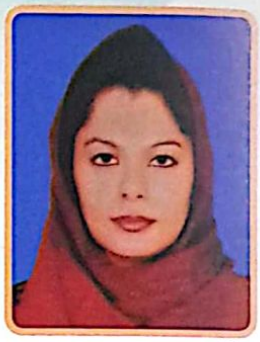

ডাঃ শাহনাজ হোসেন দ্বীনু
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডাঃ তামান্না শাহরিন মেরীন
প্রভাষক, ফিজিওলজী বিভাগ

ডাঃ জেসমিন জাহান তুলি
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডাঃ মুর্শিদা ইয়াসমিন
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডাঃ ইশরাত জাহান কাঁকন
প্রভাষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ

ডাঃ সোয়েব হাসান
প্রভাষক, প্যাথলজী বিভাগ

ডাঃ সায়দাতুস সাবা
প্রভাষক, প্যাথলজি বিভাগ

ডাঃ মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

ডাঃ সানজিদা সুলতানা
প্রভাষক, মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ

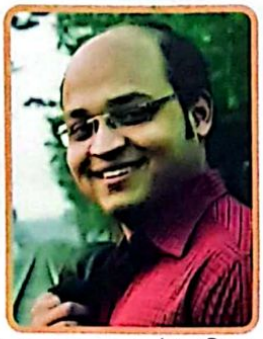

ডাঃ মোঃ মোস্তাইন বিল্লাহ
প্রভাষক, ফার্মাকোলজী বিভাগ

ডাঃ মোঃ শাহীন মিয়া
প্রভাষক, ফার্মাকোলজী বিভাগ

ডাঃ ফেরদৌসী সুলতানা
প্রভাষক, ফার্মাকোলজী বিভাগ

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর এর
কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

মোঃ আবু হান্নান
প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবঃ)

মোঃ রাজিবুল হাসান
অফিস সহায়ক

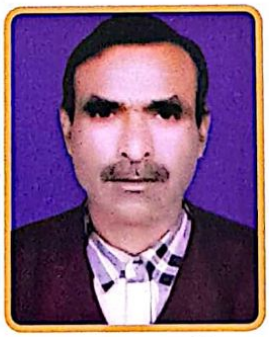

মোঃ আব্দুল আজিজ
গাড়িচালক

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নুজহাত ফারিয়া
পিতা: মৃত- হাজী কবির উদ্দিন
মাতা: সেলিনা আক্তার
জেলা : মৌলভী বাজার

নাহিদা সুলতানা
পিতা: মোঃ নুরুজ্জামান
মাতা: শ্রেরিনা বেগম
জেলা : নীলফামারী

সাবরিনা তাবাস্‌সুম
পিতা: মোঃ মুজিবুর রহমান
মাতা: সালেহা মুজিব
জেলা : গাজীপুর

পিংগলা তাহিতি
পিতা: ইব্রাহিম আলমগীর
মাতা: সামছুন নাহার
জেলা : নওগাঁ

প্রিয়াংকা রানী মজুমদার
পিতা: লক্ষী নারায়ণ মজুমদার
মাতা: আরতি রানী বালা
জেলা : কুমিল্লা

মোছাঃ ফৌজিয়া ফারহানা
পিতা: মোঃ ফজলার রহমান
মাতা: আঞ্জুমনোয়ারা বেগম
জেলা : বগুড়া

দিগন্তময় সরকার
পিতা: কুমদ রঞ্জন সরকার
মাতা: দীপালি রানী সরকার
জেলা : বগুড়া

মোছাঃ আয়েশা সিদ্দিকা
পিতা: আশরাফ আলী
মাতা: আজিজা সুলতানা
জেলা : নিলফামারী

বদরুদ্দোজা
পিতা: আব্দুস ছালাম
মাতা: লুৎফন নাহার
জেলা : ময়মনসিংহ

মামুন পারভেজ
পিতা: মোঃ মিলন পারভেজ
মাতা: মাহমুদা পারভীন
জেলা : শেরপুর

তানজিনা আক্তার
পিতা: আব্দুল হাসিব
মাতা: সালমা বেগম
জেলা : সিলেট

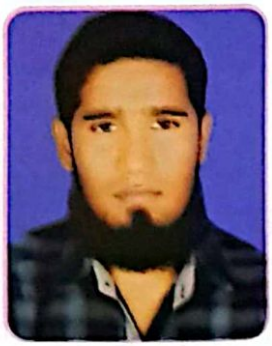

মোঃ রতন আহমেদ
পিতা: মোঃ মকছেন আলী
মাতা: রোকেয়া বেগম
জেলা : কুড়িগ্রাম

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাজমুর রহমান
পিতা: ছায়েদুর রহমান
মাতা: মাহুতোলা
জেলা : নোয়াখালী

রাহেলা আক্তার মুক্তি
পিতা: মজিবুর রহমান
মাতা: কহিনুর আক্তার
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হাবিবা ইয়াসমিন
পিতা: মোঃ আব্দুল হালিম
মাতা: গোলরায়হানা বেগম
জেলা : শেরপুর

মোঃ নিয়ামুল ইসলাম রিফাত
পিতা: মৃত নজরুল ইসলাম
মাতা: মনজুয়ারা বেগম
জেলা : কুমিল্লা

মোঃ আশরাফ হোসেন
পিতা: মোঃ আজিজুল হক
মাতা: জামেসা বেগম
জেলা : জামালপুর

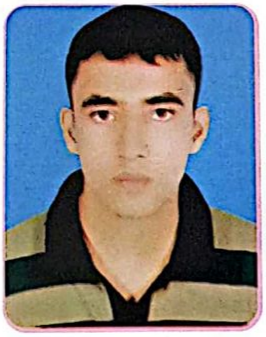

গোলাম হোসেন
পিতা: জালাল উদ্দিন
মাতা: সাকেরা বেগম
জেলা : কিশোরগঞ্জ

মাহমুদা জামান
পিতা: সুরুজ্জামান
মাতা: মেরিনা জামান
জেলা : জামালপুর

মামুনুর রশিদ
পিতা: মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
মাতা: মর্ত্য ভানু
জেলা : শেরপুর

মোঃ তানভীর দাউদ
পিতা: মোঃ আমির হামজা
মাতা: পপি হামজা
জেলা : রংপুর

সাদিয়া আফরিন জ্যোতি
পিতা: ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: আসমা আলম
জেলা : জামালপুর

তানিয়া ফেরদৌস
পিতা: মৃত আব্দুল হালিম
মাতা: মরিয়ম বেগম
জেলা : জামালপুর

প্রভা রানী দেব
পিতা: প্রণব দেব
মাতা: মিতা দেব
জেলা : ঢাকা

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাজিমা আক্তার বিউটি
পিতা: মোঃ জামাল উদ্দিন
মাতা: মনোয়ারা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

নুসরাত জাহান নওরীন
পিতা: মোঃ নূরনবী
মাতা: নাজমা বেগম
জেলা : জামালপুর

মোঃ তানজিম মাহমুদ
পিতা: মোঃ আব্দুল্যাহ
মাতা: তাসকিন আরা
জেলা : যশোর

সালেহীন মুস্তারী
পিতা: ফখরুল ইসলাম
মাতা: পারভীন ইসলাম
জেলা : কুমিল্লা

সাহিদা আক্তার
পিতা: মোঃ আব্দুর রহমান
মাতা: মাহমুদা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

মিনার আক্তার
পিতা: মোহাম্মদ নাজের
মাতা: নূর নাহার বেগম
জেলা : চট্টগ্রাম

অদিতি চৌধুরী
পিতা: বিশ্বজিৎ চৌধুরী
মাতা: রিংকু চৌধুরী
জেলা : চট্টগ্রাম

আব্দুল্লাহ আল সাইমুন
পিতা: মোঃ এনামুল হক
মাতা: শিরীন আক্তার
জেলা : কুমিল্লা

মোঃ সেলিম বাবু
পিতা: আশরাফ আলী
মাতা: লাইলী বেগম
জেলা : রংপুর

আফরোজা আফরিন আরিফা
পিতা: মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
মাতা: রেহেনা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

ফারহানা বিনতে কামরুল
পিতা: মোহাম্মদ কামরুল হক
মাতা: হামিদা খানম
জেলা : চট্টগ্রাম

নাফিসা খান অরনি
পিতা: সেলিম আসলাম খান
মাতা: নার্গিস আসলাম
জেলা : পাবনা

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
১ম ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

তাহিয়া তাফসিয়া মুনমুন
পিতা: এ.বি.এম দেলোয়ার হোসেন খান
মাতা: ফারহানা আজার হ্যাপী
জেলা : ঢাকা

তাবাস্‌সুম ইসলাম
পিতা: নজরুল ইসলাম
মাতা: শাহিদা পারভীন
জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রাকিবুল হাসান
পিতা: হাবিবুর রহমান
মাতা: রোকেয়া হাবিব
জেলা : কুড়িগ্রাম

ইমরান হাসান মনি
পিতা: মোতালেব হোসেন
মাতা: মাজেদা বেগম
জেলা : গাজীপুর

মোঃ এজবার আলী
পিতা: মৃত আব্দুস ছবুর
মাতা: আম্বিয়া বেগম
জেলা : সিরাজগঞ্জ

মোঃ রিয়াদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ নাজির হোসেন আকন্দ
মাতা: রওশন আরা বেগম
জেলা : গাইবান্ধা

মোঃ হাবিবুল্লাহ
পিতা: মোঃ আইয়ুব আলী
মাতা: মালেকা বেগম
জেলা : ময়মনসিংহ

সাদেক হোসেন আকন্দ
পিতা: আক্তার উদ্দিন আকন্দ
মাতা: মোছা: খুদেজা খাতুন
জেলা : ময়মনসিংহ

খালেদ মাহমুদ
পিতা: মোঃ মজনু মিয়া
জেলা : জামালপুর

মাহবুবা আক্তার
পিতা: মোঃ মকবুল হোসাইন
জেলা : শেরপুর

আহমেদ শামসুজ্জাহান
পিতা: মনির আহমেদ
জেলা : ঢাকা

নুরেশ মাকসুদ নিশাত
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
জেলা : লালমনিরহাট

তাসনিম মাহবুব
পিতা: মাহবুব-উল-ফারুক
জেলা : কুষ্টিয়া

তাসনিম সুলতানা
পিতা: মহরম আলী
জেলা : কুমিল্লা

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

নাছরুল্লাহ রাফি
পিতা: ফারুক আহমেদ
মাতা: নাসরিন সুলতানা
জামালপুর সদর, জামালপুর

সিমাব আল নাঈম
পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম
মাতা: নাজমা বেগম
উপজেলা: শ্রীবরদী, জেলা: শেরপুর

মোন্তাসির বিল্লাহ
পিতা: মোঃ আব্দুল মোতালেব
মাতা: বেগম দিলরুবা লাকী
উপজেলা: বকশীগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

রাফি জান্নাত পলিন
পিতা: এসএম আব্দুল লতিফ
মাতা: মেহেরা আক্তার
জেলা : নেত্রকোনা

জেসমিন সুলতানা
পিতা: মোঃ রহমত উল্লাহ
মাতা: বেগম হাসনা হেনা
জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মোঃ নাজমুল হক
পিতা: মোঃ শামছুল হুদা
মাতা: মাহফুজা বেগম
উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ

আকলিমা আক্তার
পিতা: মোঃ আকরাম হোসেন
মাতা: হাসিনা বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

ঋতুপর্ণা মল্লিক
পিতা: নীহার রঞ্জন মল্লিক
মাতা: প্রমিলা মল্লিক
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মোছাঃ সোনালী আক্তার
পিতা: এস.এম খুরশীদ আনোয়ার
মাতা: রুমি আক্তার
উপজেলা: বগুড়া সদর, জেলা: বগুড়া

জান্নাত আরা মিলি
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান
মাতা: আনোয়ারা বেগম
উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও

ফাউজিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
মাতা: বিলকিস আক্তার
উপজেলা: সরিষাবাড়ি, জেলা: জামালপুর

মোঃ ফখরুল আবেদীন
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রিতা আক্তার
উপজেলা: আশুগঞ্জ, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

শরীফা আক্তার
পিতা: মোঃ তালেব হোসেন
মাতা: আয়েশা হোসেন
উপজেলা ও জেলা: ময়মনসিংহ

রোকসানা আক্তার
পিতা: মোঃ মিছির উদ্দিন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: গৌরীপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

মোঃ রায়হান উদ্দিন
পিতা: মোঃ সহিদুল হক
মাতা: মর্জিনা বেগম
উপজেলা: নবীনগর, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

সালাহ উদ্দিন
পিতা: মোঃ আবুল বাশার
মাতা: শিউলী আক্তার
সেনবাগ, নোয়াখালী

মিশিতা দেবনাথ মৌ
পিতা: স্বপন কুমার দেবনাথ
মাতা: ঝরনা রানী দেবনাথ
জেলা: কিশোরগঞ্জ

মাহমুদুল হাসান মিঠুন
পিতা: মোঃ মজিবুর রহমান
মাতা: মরিয়ম বেগম
উপজেলা: নকলা, জেলা: শেরপুর

জান্নাত আরা জুঁই
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: রোকেয়া বেগম
উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ

নাহিদ হাসান ভূইয়া
পিতা: মোঃ শাহজাহন ভূইয়া
মাতা: নুরুন্নাহার বেগম
উপজেলা: কসবা, জেলা: ব্রাহ্মনবাড়িয়া

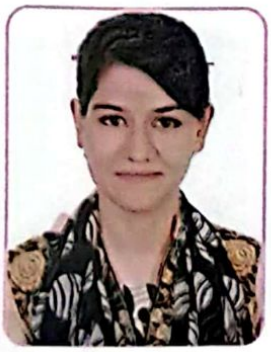

তাসনিম হাসান
পিতা: জাহাঙ্গীর হাসান
মাতা: সাইফুন নাহার
উপজেলা: দেওয়ানগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

মোছাঃ সাদিয়া মেহেজাবিন মিরা
পিতা: সরোয়ার হোসেন
মাতা: মাহমুদা আক্তার লাকী
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল

মোঃ আব্দুল কাদির হিজল
পিতা: মোঃ মজিবর রহমান
মাতা: রওশন আরা বেগম
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

সানজিদা শহিদ মীম
পিতা: মোঃ শহিদুল্লাহ
মাতা: মনি শহিদ
নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

মোঃ মাহমুদুন্নবী সুমন
পিতা: মোঃ সামসুল আলম
মাতা: মাহমুদা নাছরীন
উপজেলা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ

তাসলিমা আক্তার লুনা
পিতা: আব্দুল আজিজ
মাতা: লুৎফুন্নাহার
কালিহাতি, টাঙ্গাইল

মোঃ মাফিন মোর্শেদ
পিতা: মোঃ মজহারুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ গুলশান আরা বেগম
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

শামীমা নাজনীন
পিতা: শহিদুল ইসলাম
মাতা: জেসমিন কাজল
উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

অসীন নন্দী শৈলী
পিতা: ডা: অসীম কুমার নন্দী
মাতা: শেলী রানী সরকার
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

মালিহা শামস মৌমিতা
পিতা: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
মাতা: হোসনে আরা বেগম
কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ

মার্জিয়া আক্তার
পিতা: মোঃ আঃ ওয়াদুদ
মাতা: মোছাঃ হাফিজা আক্তার
জামালপুর সদর, জামালপুর

আবু রায়হান শোভন
পিতা: মোঃ হযরত আলী
মাতা: মোছাঃ শাহনাজ বেগম
টঙ্গী, গাজীপুর

মোঃ মেহেদী হাসান
পিতা: মোঃ আসলাম আলী
মাতা: মোকসেদা খাতুন
উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও

মোঃ আনারুল ইসলাম
পিতা: মোঃ মোক্তার হোসেন
মাতা: ময়না বেগম
পাবনা সদর, পাবনা

মোঃ ইব্রাহীম
পিতা: নাছির উদ্দিন
মাতা: রেহেনা বেগম
জামালপুর সদর, জামালপুর

ফাতেমা-তুজ জহুরা
পিতা: মোঃ মুখলেছুর রহমান
মাতা: আছমা রহমান
উপজেলা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোনা

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ২য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

সিলভী সাঈদ সুপ্তি
পিতা: মোঃ আবু সাঈদ
মাতা: খালেদা আক্তার
উপজেলা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সিগঞ্জ

তামান্না ইসলাম ইভা
পিতা: এস.এম রবিউল ইসলাম
মাতা: হাছিনা আক্তার
টাঙ্গাইল

ফাতেমা-তুজ জহুরা ঝিনুক
পিতা: মোঃ ফুলছের আলী
মাতা: নিলুফার ইয়াসমিন
শেরপুর সদর, শেরপুর

মোঃ ইবতিজা হক ওসমানী
পিতা: এড. মোঃ মোজাম্মেল হক
মাতা: ইশরাত শাইন
ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

মোঃ তুষার আহমেদ
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: লাকী পারভীন
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ

এ.বি.এম তৌফিক হাসান
পিতা: মোজাম্মেল হক
মাতা: আরেফা খাতুন
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট

নিহারিন সুমাইয়া
পিতা: মোঃ আলমগীর
মাতা: আয়েশা বেগম
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া

মাহিয়াৎ তাসনিম
পিতা: মোঃ জাকির হোসেন
মাতা: ডালিয়া সুলতানা
টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ

নওশীন তারান্নাম মমতা
পিতা: এম.এ. হাই
মাতা: সৈয়দা শামসুন নাহার
ঢাকা

মোঃ মনিরুজ্জামান
পিতা: মোঃ বেলাল হোসাইন
মাতা: মোছাঃ মোসলেমা বেগম
রংপুর

মোঃ আল রিফাত
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
মাতা: খোরশেদা বেগম
কুমিল্লা

খালিদ হাসান
পিতা: আব্দুল গফুর
মাতা: খুরশীদ জাহান
বগুড়া

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

শামিলা তাবাস্‌সুম
পিতা: সলিমুল হক খান
মাতা: রোকেয়া খানম
ময়মনসিংহ

মোহাম্মদ জাওয়াদ বিন নাছির
পিতা: নাছির উদ্দিন চৌধুরী
মাতা: রাশেদা বেগম
চট্টগ্রাম

সাবরিনা তানজিম (ইতু)
পিতা: আমিনুল ইসলাম
মাতা: তাহেরা বেগম
চট্টগ্রাম

এন.এম শাফি
পিতা: মোঃ তোজাম্মেল হক
মাতা: শামসুন্নাহার
গাইবান্ধা

মালিহা চৌধুরী মীম
পিতা: মহিউদ্দীন চৌধুরী
মাতা: জান্নাতুল খালেদা আক্তার
নোয়াখালী

তাসমিম জেরিন তন্না
পিতা: আহসান কবির খান
মাতা: জোছনা কবির
মুন্সীগঞ্জ

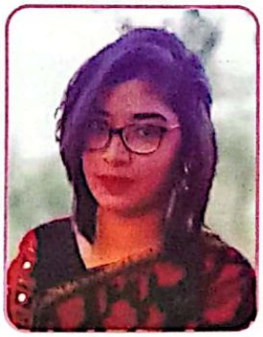

মুসাদিক আহমদ
পিতা: আহমদ আলী
মাতা: হাসনা বেগম
সিলেট

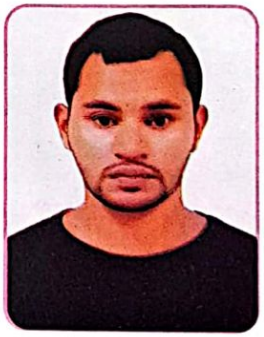

ইততেশাম উদ্দিন (তুষার)
পিতা: সিরাজ উদ্দিন
মাতা: মরিয়ম বেগম
ঢাকা

সাবরিনা জেসমিন
পিতা: শাহাদাত হোসেন
মাতা: শারিফুন নাহার
জামালপুর

মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতা: শামসুল আলম খান
মাতা: নাছিমা আক্তার
ঝালকাঠি

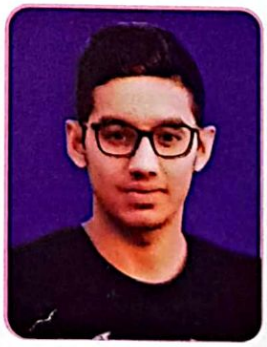

মোঃ মাহফুজুল ইসলাম সুমন
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: হালিমা আক্তার শিউলী
কুমিল্লা

মোঃ আহসানুল হাসান হাবিব
পিতা: মোঃ হেলাল উদ্দিন
মাতা: হাফিজা খাতুন
জামালপুর

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

তাসনিম জাহান জেরিন
পিতা: নুরুল ইসলাম
মাতা: জাহান আরা বেগম
কক্সবাজার

পাপিয়া সুলতানা
পিতা: আফাজ উদ্দিন
মাতা: ছালেহা বেগম
জয়পুরহাট

সাদিয়া হোসেন পিয়া
পিতা: মোঃ মাহবুব হোসেন
মাতা: শাহনাজ বেগম
নেত্রকোণা

মেহেদী হাসান শুভ
পিতা: মোঃ ফকর উদ্দিন
মাতা: হোসনারা বেগম
ময়মনসিংহ

চন্দ্রিকা জেরিন
পিতা: জগলুল করিম সুবেদার
মাতা: নাসরিন সুবেদার
ঢাকা

মোছাঃ জোহুরা খাতুন
পিতা: মোঃ তাজেমুল ইসলাম
মাতা: আলিয়ারা বেগম
রাজশাহী

যুথী সরকার টুম্পা
পিতা: জিতেন্দ্রনাথ সরকার
মাতা: রেভা সরকার
মানিকগঞ্জ

মিতু আক্তার
পিতা: আব্দুল হাকিম
মাতা: রাজিফা বেগম
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

মোঃ জাহিদুর রহমান
পিতা: আজিজার রহমান
মাতা: তুরপুন বেগম
বগুড়া

এমরান হোসেন
পিতা: আজিজুল ইসলাম
মাতা: আঞ্জুয়ারা বেগম
লালমনিরহাট

শ্রাবনী সিরাজ
পিতা: মোঃ শাহজাহান সিরাজ
মাতা: রাফেজা বেগম
ময়মনসিংহ

আশিকুর রহমান
পিতা: চাঁন মিঞা
মাতা: নাজমা আক্তার
ময়মনসিংহ

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

ঈশিতা আক্তার কেয়া
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: মিসেস জয়নব বেগম
ঢাকা

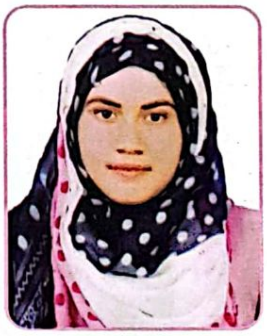

খাদিজা ইসলাম সিমনা
পিতা: মফিজুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ লাকী বেগম
নারায়ণগঞ্জ

কামরুন্নাহার
পিতা: আব্দুর রশিদ
মাতা: উম্মে কুলসুম
নেত্রকোণা

প্রসুন দেবনাথ
পিতা: সলিল দেবনাথ
মাতা: পারুল দেবনাথ
কিশোরগঞ্জ

মোছাঃ রিফাত মারফি সাথী
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: মোছাঃ জোসনা বেগম
ঠাকুরগাঁও

মোঃ আলবি হাসান
পিতা: মোঃ মেহেদী হাসান
মাতা: শিউলী চৌধুরী
কিশোরগঞ্জ

রাফিউল ইসলাম রিয়ান
পিতা: মোঃ ফয়েজ উদ্দীন
মাতা: শামছুন্নাহার
কিশোরগঞ্জ

ফারহানা নুসরাত জিসান
পিতা: মোঃ বেলাল উদ্দীন
মাতা: দিল আফরোজা
বগুড়া

মোঃ মাহবুবা জেরিন
পিতা: মোঃ আকবর আলী
মাতা: শাহরা খানম
নাটোর

উম্মে হাফসা মজুমদার
পিতা: মোঃ মারফত উল্যাহ মজুমদার
মাতা: ছেনোয়ারা আক্তার
কুমিল্লা

তানভীর আহমেদ সাব্বির
পিতা: মোঃ চাঁন মিঞা
মাতা: নাহার বেগম
ময়মনসিংহ

তাসনিম আক্তার
পিতা: মোঃ মনির উদ্দিন
মাতা: মেহের নিগার
সিলেট

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ৩য় ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

ছায়মা তাজনীন
পিতা: ফয়জুল্লাহ ভূঁঞা
মাতা: রোকেয়া বেগম
ঢাকা

মোঃ আব্দুল্লাহ আল আলমিন
পিতা: বাহারুল ইসলাম
মাতা: আমিয়া খাতুন
গাজীপুর

সুমাইয়া ইসলাম
পিতা: এড. মহনুল ইসলাম
মাতা: খালেদা ইয়াসমিন
সিলেট

রিফাত উল্লাহ
পিতা: আব্দুল মজিদ
মাতা: খোশনামা বেগম
কক্সবাজার

মোছাঃ ফারজানা ওয়াহিদ
পিতা: মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ
মাতা: শিরিন আক্তার
গাইবান্ধা

তাহসান আহ্‌মেদ
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
মাতা: কামরুন্নাহার রীনা
হবিগঞ্জ

মাহবুবুর রহমান সৌরভ
পিতা: মোঃ সাদ উল্লাহ
মাতা: মোর্শেদা বেগম
সুনামগঞ্জ

মোঃ সাজিদ মিয়া
পিতা: আবুল কালাম
মাতা: রেহেনা বেগম
সুনামগঞ্জ

আফসানা হোসেন
পিতা: আনোয়ার হোসেন
মাতা: মাহমুদা সুলতানা
গাজীপুর

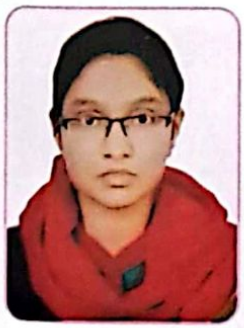

ফারজানা আনজুম মেধা
পিতা: মোঃ সামসুল হক
মাতা: আয়েশা আক্তার
গাজীপুর

চৈতী রানী দাস
পিতা: চিত্ত রঞ্জন দাস
মাতা: শিল্পি রানী দাস
গাজীপুর

সামিয়া রহমান
পিতা: মৃত এ.কে.এম মাহমুদুর রহমান
মাতা: শামীম জাহান
গাজীপুর

ইমতিয়াজ আহমাদ
পিতা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা: মাহবুবা আক্তার নিলু
সুনামগঞ্জ

আঁকা চাকমা
পিতা: জ্ঞানময় চাকমা
মাতা: মিতালী চাকমা
রাঙ্গামাটি

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

সুদীপ্ত খাসনবীশ আকাশ
পিতা: উজ্জ্বল কান্তি খাসনবীশ
মাতা: সঞ্চিতা সরকার
নেত্রকোনা

মুমতাহিনা (মুমু)
পিতা: মোজাফ্ফর রহমান
মাতা: আফরোজা বেগম
কুড়িগ্রাম

কানিজ ফাতেমা তায়েবা
পিতা: মোঃ আব্দুল কাদের
মাতা: মনোয়ারা কাদের
টাঙ্গাইল

ফারজানা হক চৌধুরী
পিতা: ময়নুল হক চৌধুরী
মাতা: রাজনা বেগম
সিলেট

ইসরাত জাহান মিম
পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
মাতা: জেসমিন আক্তার
নারায়ণগঞ্জ

শফিনাজ বিনতে মোস্তফা মীম
পিতা: মোঃ গোলাম মোস্তফা
মাতা: শামীম আরা বেগম
চট্টগ্রাম

মোহনা দেব ত্রিশা
পিতা: দিলীপ কুমার দেব
মাতা: সুকলা রানী সরকার
হবিগঞ্জ

খায়রুন নেছা মিম
পিতা: মোঃ কফিল উদ্দিন
মাতা: আঞ্জুমানারা বেগম
গাজীপুর

ফয়েজ জালাল উদ্দিন
পিতা: সফিক আহমদ তালুকদার
মাতা: পারভীন আক্তার
চট্টগ্রাম

নুসরাত জাহান আখি
পিতা: মোঃ আকতার হোসেন
মাতা: নাজমা আক্তার
নারায়ণগঞ্জ

এম.এম নাছিমুজ্জামান
পিতা: মোঃ নুরুল ইসলাম
মাতা: মোঃ নাছিমা বেগম
জয়পুরহাট

ফাহমিদুল ইসলাম ফাহাদ
পিতা: সলিম উল্লাহ
মাতা: সেলিনা আকতার
কক্সবাজার

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

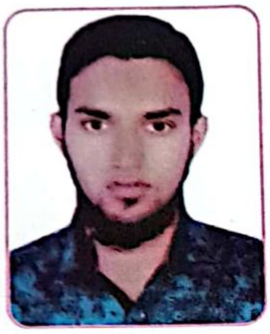

যোবায়ের হোসেন
পিতা: সাখাওয়াত হোসেন
মাতা: হাসিনা আক্তার
রাজবাড়ী

তাসমিয়া বিনতে নিজাম
পিতা: মোঃ নিজাম উদ্দিন
মাতা: খোদেজা বেগম
নোয়াখালী

মোঃ ইকরামুল ইসলাম
পিতা: মোঃ শফিকুল ইসলাম
মাতা: শেফালী আক্তার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোহনা হক
পিতা: মোঃ মনজুরুল হক
মাতা: মর্জিনা বেগম
ময়মনসিংহ

তানভীর আহমেদ
পিতা: হারুন অর রশিদ
মাতা: মোসাঃ লায়লা আক্তার
বরিশাল

স্বপ্না আক্তার
পিতা: সুলতান খাঁন
মাতা: ফাতেমা বেগম
গাজীপুর

মোঃ নাহিদ উদ্দিন
পিতা: মোঃ আব্বাস আলী
মাতা: নাজমা বেগম
নাটোর

মোঃ জামিল হোসেন
পিতা: নাসির উদ্দিন
মাতা: জাহানারা বেগম
গাজীপুর

শহিদুল ইসলাম
পিতা: নুরুল আলম
মাতা: সাহেদা বেগম
কক্সবাজার

ফারিয়া বারী
পিতা: ডাঃ মনজুরুল বারী
মাতা: ফাতেমা খাতুন
ময়মনসিংহ

অরুপ কুমার পাল
পিতা: চন্দন কুমার পাল
মাতা: রীনা পাল
টাঙ্গাইল

আনিকা তাসলিম অনি
পিতা: আলমগীর কবির
মাতা: লিমা কবির
নেত্রকোণা

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

ইফ্‌ফাত-ই-রহমান রিফা
পিতা: মোঃ মজিবুর রহমান
মাতা: মোসাঃ রাশিদা আক্তার
কুমিল্লা

ফারিয়া আলম তুরা
পিতা: মোঃ শফিকুল আলম
মাতা: লতিফা খানম
নেত্রকোণা

চৈতী রহমান
পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান
মাতা: আলেয়া বেগম
জামালপুর

সুমাইয়া আখতার তামান্না
পিতা: মাওঃ আব্দুল জলিল ফারুকী
মাতা: মোছাঃ মাহমুদা তুন নিছা
কিশোরগঞ্জ

মারজিয়া আফরিন ইশা
পিতা: এ.কে.এম আজাদ
মাতা: আফরোজা ফেরদৌসী
জামালপুর

মরিয়ম আক্তার
পিতা: মোঃ মাজহারুল ইসলাম
মাতা: নাজমা বেগম
নারায়ণগঞ্জ

এম.এ কাভী সেকান্দর আলম
পিতা: ডাঃ মোঃ বিল্লাল আলম
মাতা: ডাঃ ফিরোজা ওয়াজেদ
শেরপুর

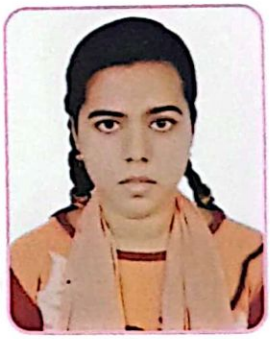

এস. ফানজিয়া জামান
পিতা: এ.এস.এম. কামরুজ্জামান
মাতা: হামিদা বেগম
গাইবান্ধা

মোঃ ওলিউল্লাহ
পিতা: মোঃ আব্দুল মান্নান
মাতা: মোছাঃ মর্জিনা বেগম
কিশোরগঞ্জ

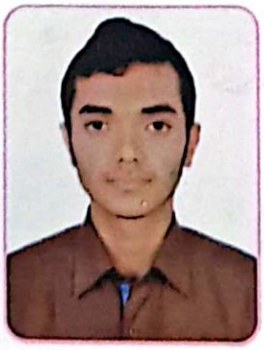

মোঃ ফজলে রাব্বী
পিতা: মোঃ মিজানুর রহমান
মাতা: সুফিয়া বেগম
গাইবান্ধা

মোঃ কামরুল ইসলাম
পিতা: মোঃ এমদাদুল ইসলাম
মাতা: জুবেদা খাতুন
কিশোরগঞ্জ

জাকারিয়া জাকি
পিতা: আব্দুর রহিম মুন্সি
মাতা: উম্মে সালমা শমী
কিশোরগঞ্জ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর ৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ ঃ-

তানজিন আরা মুক্তা
পিতা: ময়নাল হোসেন
মাতা: আবিদা সুলতানা
ঢাকা

তানজুম আরা মীম
পিতা: মিনহাজ উদ্দিন
মাতা: নাহিদ নাসরীন
নেত্রকোণা

সুমাইয়া আক্তার কণা
পিতা: মোঃ কবির হোসেন
মাতা: মিসেস ফেরদৌসী বেগম
নারায়ণগঞ্জ

রিমা আক্তার
পিতা: আলাউদ্দিন
মাতা: হালিমা
কিশোরগঞ্জ

মোঃ সারোয়ার জাহান
পিতা: মোঃ জয়নাল আবেদীন
মাতা: সাঈদা বেগম
ময়মনসিংহ

সাদিয়া তাসনিম আনিকা
পিতা: মোঃ শাহ্ আলম
মাতা: বেগম রোকেয়া
ঢাকা

সম্প্রীতা হাসিন
পিতা: মুহাম্মদ মোহসীন
মাতা: মোছাঃ শাহিনা আখতার বেগম
ঢাকা

সাওদা হক রুমি
পিতা: শামসুল হক
মাতা: রেহেনা হক
ঢাকা

হাবিবা রহমান
পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান
মাতা: কামরুন নাহার
ঢাকা

মোহসিনা স্বর্ণা
পিতা: মোঃ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া
মাতা: নার্গিস আক্তার
ঢাকা

বুরহানুল কাওসাইন
পিতা: মোর্শেদ আনসারী
মাতা: তাবিন্দা মোর্শেদ
ঢাকা

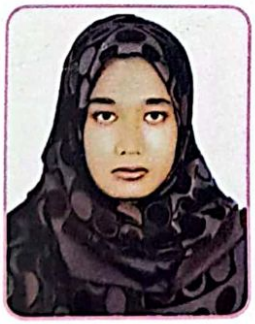

রাবিয়া হোসেন মীম
পিতা: মোঃ বেলায়েত হোসেন
মাতা: ফরিদা ইয়াসমিন ভূঁইয়া
ঢাকা

হৃদয় রঞ্জন দাস
পিতা: রমাকান্ত দাস
মাতা: অনিতা রানী
সুনামগঞ্জ

মোঃ মনজুরুল হাসান
পিতা: মোঃ হাফিজুর রহমান
মাতা: মমতাজ খাতুন
ঝিনাইদহ

রাজেশ দেওয়ান
পিতা: ডাঃ সু-শোভন দেওয়ান
মাতা: চন্দ্রানী চাকমা
রাঙ্গামাটি

মৃগী (Epilepsy) রোগ সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

ডাঃ নূরুল আলম বাশার
এম.বি.বি.এস (ঢাকা), বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
এফ.সি.পি.এস (মেডিসিন), এম.ডি (নিউরোমেডিসিন)
মেডিসিন ও নিউরোলজি বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক (নিউরো-মেডিসিন)
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

মৃগী রোগ (Epilepsy) কি?

মৃগী মস্তিস্ক (Brain) এর একটি রোগ, যাতে অপ্রত্যাশিত (Unpredictable) ভাবে খিচুনী হয়, হঠাৎ অস্বাভাবিক আচরণ বা অনুভূতি লোপ পায়। মানুষ যে সমস্ত স্নায়ুরোগে ভোগে তার মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে "মৃগী রোগ"। এই রোগ প্রায় সব বয়সের মানুষের হতে পারে। তবে জীবনের শুরুতে ও শেষ বয়সের মানুষের এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কি কারণে এ রোগ হয়?

কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অজানা।
মস্তিস্কের আঘাত, ষ্ট্রোক, ব্রেইন টিউমার, মস্তিস্কের সংক্রমণ ইত্যাদির কারণেও খিচুনী হতে পারে।
এগুলো ছাড়া অন্যান্য রোগ যেমন রক্তের গ্লুকোজ এর মাত্রা কমে যাওয়া, রক্তের লবন (ইলেকট্রোলাইট) এর ভারসাম্যহীনতা, হৃদরোগের কারণেও খিচুনী হতে পারে।

এই রোগের লক্ষণ কি?

লক্ষণ নির্ভর করে, মস্তিস্কের কোন অংশের কোষ (নিউরন) আক্রান্ত হয়েছে।
শরীরে কোন একটা নির্দিষ্ট অংশের খিচুনী (Focal Seizure)।
সাড়া শরীরে খিচুনী (Generalized Seizure)।
সাময়িক সজ্ঞা লোপ পাওয়া (Absence Seizure)।
অস্বাভাবিক ব্যবহার (Temporal Lobe Epilepsy)।

কিভাবে এ রোগ নির্ণয় করা যায়?

EEG এটি মৃগী রোগ নির্ণয়ের সবচেয়ে কমন পরীক্ষা।
CT Scan & MRI পরীক্ষায় ব্রেইন টিউমার ও অন্যান্য গঠনগত সমস্যা ধরা পড়ে।
রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা; যেমন ব্লাড সুগার, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি।

CamScanner

এ রোগের চিকিৎসা কি?

মৃগী অতি পুরাতন মস্তিস্কের একটি রোগ। খিচুনী সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে এবং মানুষ বিভিন্ন অপচিকিৎসার দিকে ঝুকে পড়ে। নিচের ছবিগুলোতে খিচুনীরত অবস্থায় কি করণীয় ও বর্জনীয় তা দেখানো হল-

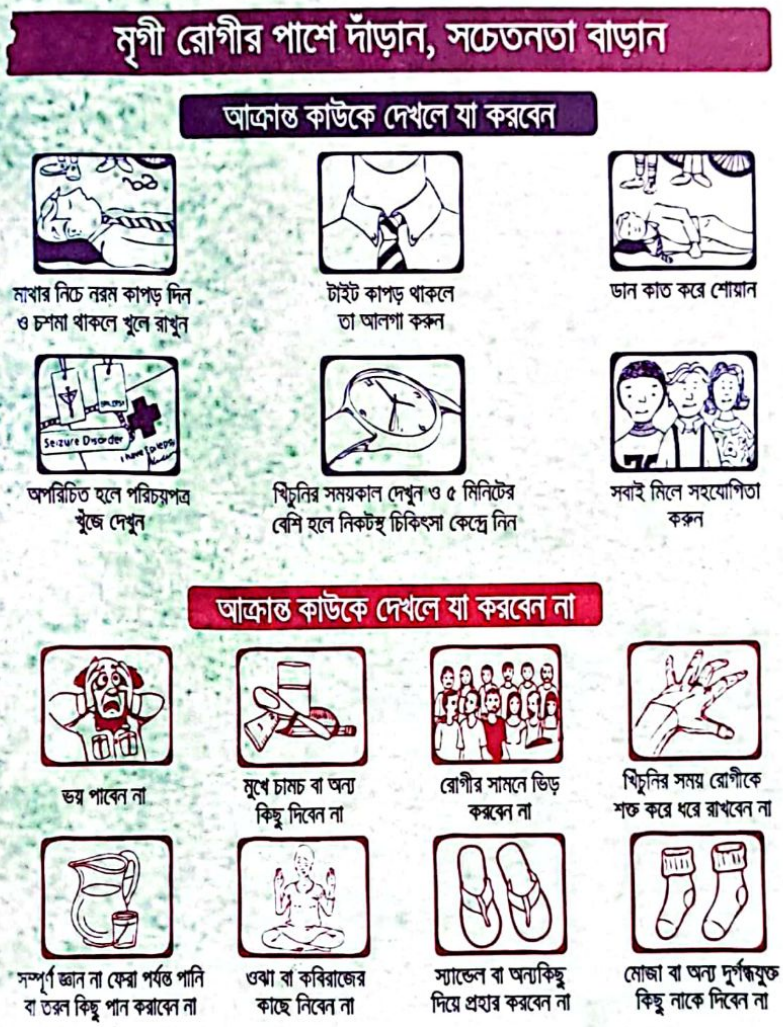

ক) ঔষধ ঃ স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শমত দীর্ঘমেয়াদী ঔষধ সেবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খিচুনী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

খ) সার্জারী ঃ মস্তিস্কের কোন টিউমার অথবা কোন গঠনগত সমস্যার (Structural) কারণে খিচুনী হলে সার্জারী করলে সুফল পাওয়া যায়।

গ) অন্যান্য চিকিৎসা ঃ নিউরোস্টিমুলেশন খাদ্যভাসের পরিবর্তন ও অনেক ক্ষেত্রে সুফল আনে।

মানসিক রোগী মানেই পাগল নয়

ডাঃ শেখ মুহাম্মদ আলী ইমাম
সহকারী অধ্যাপক
মনোরোগ বিভাগ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

রোগ বালাই মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন মানুষের শারীরিক রোগ যেমন হতে পারে মানসিকভাবেও তেমনি একজন অসুস্থ হতে পারে।

মানসিক রোগী বলতে সাধারণত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এমন এক চেহারার মানুষ যার আচরণ অস্বাভাবিক ধরণের, যেমন : কথাবার্তা আবোল তাবোল বা বেশী কথা বলা, রাগ করা, জিনিস ভাংচুর করা, অন্যকে মারধর করা, নিজের প্রতি যত্ন নেই, একা একা হাসে বা বিড়বিড় করে, রাস্তা ঘাটে নোংরা কাপড় পরে ঘোরাফেরা করে ইত্যাদি-যাকে আমরা পাগল বলে আখ্যায়িত করি।

কিন্তু এইসব আচরণ মানসিক রোগীর একটি মাত্র শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এর বাইরেও এমন অনেক সমস্যা বা লক্ষণ আছে যা মানসিক রোগের মধ্যে পড়ে। যেমন প্রথমেই ধরা যাক সবচেয়ে প্রচলিত 'টেনশন' নামক লক্ষণের কথা। প্রায়শই বলতে শোনা যায় 'টেনশনে আছি' এবং এর ফলে মাথা ধরা, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, হাত-পা ঘেমে যাওয়া, বুক ধড় ফড় করা, ঘুম নাই ইত্যাদি সমস্যায় ভুগে থাকে। এসব লক্ষণগুলি এক ধরনের মানসিক রোগের লক্ষণ।

অনেকেই এমন আছেন যাদের মন সবসময় খারাপ থাকে, মনে কোন আনন্দ নাই, খাবারে রুচি নাই, হতাশায় নিমজ্জিত, মরে যেতে ইচ্ছে করে-এসব লক্ষণগুলো বিষন্নতা নামক মানসিক রোগের লক্ষণ।

অনেকে আবার একই কাজ বার বার করে, বার বার হাত ধোয়া, ওযু করে, গোসল করতে দেরী করে, দরজার খিল বা তালা দিলে বার বার চেক করে ইত্যাদি-এসব আচরণ এক ধরনের মানসিক রোগীরাই করে থাকে।

মানসিক রোগের লক্ষণ হিসেবে অনেকে শুধু ঘুম না হওয়া বা যৌন দূর্বলতার কথা বলতে পারে। এছাড়াও বর্তমান সমাজে ভয়াবহ এক সমস্যা- মাদকাসক্ত ও আত্মহত্যার হার বেড়ে যাওয়া মানসিক রোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কিছু সমস্যা শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়, যেমন : অনেক মেয়ে নিজের ওজন ঠিক রাখতে খেতে চায় না বা বেশী খেয়ে বমি করে ফেলে দেয়, নিজের চুল নিজে ছিঁড়ে আনন্দ পায়, অন্য বাসায় বেড়াতে গেলে বা দোকানে গেলে অহেতুক প্রয়োজন ছাড়াই জিনিস চুরি করে, এসব লক্ষণগুলিও এক ধরনের মানসিক রোগের মধ্যেই পড়ে।

বাচ্চাদের মধ্যেও মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন-অতিরিক্ত চঞ্চলতা, অস্থিরতা, স্কুল ভীতি, স্কুল পালানো, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, একা একা থাকা, একাই খেলা করা ইত্যাদি

সুতরাং উপরোক্ত কিছু রোগের লক্ষণ থেকে বোঝা যায় মানসিক রোগী বলতে প্রকৃত পক্ষে অনেক রোগকেই বোঝায়। তাই আমাদের সবাইকে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে। অন্যান্য শারীরিক রোগের মতই মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে। এইসব রোগীকে নিয়ে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে চিকিৎসা নিলে তারা সুস্থভাবে সমাজে বসবাস করতে পারবে।

CamScanner

শিশুদের অতিরিক্ত ঘামা এবং মাথা গরম থাকা

ডাঃ সাইফুল আমীন
সহকারী অধ্যাপক
শিশু বিভাগ, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

অনেক বাবা-মাই শিশুর মাথায়-ঘাড়ে প্রচন্ড ঘাম নিয়ে, শিশুর খুব মাথা গরম নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ভোগেন-ডাক্তারের কাছে ছোটেন। একটু বুঝতে চেষ্টা করলে তাদের আর দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না।

শিশুরা একটু বেশিই ঘামে এবং মাথা গরম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ শিশুরা তাড়াতাড়ি বড় হয়। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো দ্রুত বৃদ্ধির প্রয়োজনে খাদ্যের শক্তি ব্যবহারের মাত্র বড়দের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। খাদ্য ব্যবহার করে বেশি শক্তি উৎপাদন করতে হয় বলে তাপও উৎপন্ন হয় বেশি এবং মাথাতেই বেশি করে এই ঘটনা ঘটে। তাপ বেশি বলে ঘামেও বেশি এবং মাথাও অধিক গরম বলে মনে হয়। দেহের বৃদ্ধিতে সাহায্যকারী গ্রোথ হরমোন দিনের চেয়ে রাতেই বেশি নিঃসরণ হয় তাই শিশুর দেহ দিনের চেয়ে রাতেই বেশি বাড়ে। এই কারণে রাতের বেলা খুব বেশি ঘামে এবং মনে হয় যে, অযথাই ঘেমে ভিজে যাচ্ছে, মাথা গরম থাকছে।

তবে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রেও শিশুরা বেশি ঘামতে পারে। জ্বর হলে এবং জ্বর ভাল হবার বেশ কিছুদিন পরও শরীর বেশি ঘামতে পারে। বড় ছেলে-মেয়েরা মানসিক দুঃশ্চিন্তার ও ভয়ের কারণে বেশি ঘামতে পারে। শিশুর ওজন বয়স অনুসারে স্বাভাবিক থাকলে, মাথা গরম মনে হলে ও থার্মোমিটারে জ্বর না পেলে দুঃশ্চিন্তার কারণ নেই।

অনেকেই শিশুর মাথা গরম বিধায় বার বার ঠান্ডা পানি দিয়ে শিশুর মাথা মোছাতে থাকেন বা মাথায় পানি ঢালেন। এতে শিশুর ঠান্ডা লাগতে পারে এবং শিশুর মাথায় পানি ঢালার একটি বদ অভ্যাস শিশুর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে।

আপনার করণীয় ঃ

- শিশুর ঘেমে যাওয়া ও মাথা গরম ঠাকা একটি স্বাভাবিক জিনিস এটা মেনে নেওয়া।
- নিয়মিত ওজন নেয়া (২ বছর পর্যন্ত ১ মাস পর পর) এবং বয়স অনুসারে ঠিক আছে কিনা মিলিয়ে দেখা।
- মাথা খুব বেশি গরম মনে হলে- থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপা।
- সুতি কাপড় পরানো এবং মাথা ও ঘাড়ের নিচে কয়েকপ্রস্থ সুতি কাপড় দেয়া এবং ভিজে গেলেই পরিবর্তন করতে হবে।

কখন শিশুর ডাক্তার দেখাবেন ঃ

- অতিরিক্ত ঘামের সাথে ওজন বাড়তে না থাকলে
- রক্ত স্বল্পতা থাকলে
- দুধ টানতে গেলেই মাথা ঘেমে গেলে
- মাথা অত্যাধিক গরম মনে হলে
- জ্বর থাকলে
- শিশু সামান্যতেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে
- হাতে ও পায়ের তালুতে অতিরিক্ত ঘামতে থাকলে

CamScanner

"অপরাজিতা"

মোঃ এজবার আলী
রোল : ৩৩, ৪র্থ বর্ষ

– অপরাজিতা শুনছো? চান্সটা এবার পেয়েই গেলাম,
মেডিকেল! স্বপ্নটা এবার বাস্তবের পায়তাড়া করছে।
– তাই! যাক বাবা, বিয়েটা তাহলে করাই যায় তোমায়,
বাবা-মাও রাজি হবে, বলব তুমি মস্ত ডাক্তার।
– হুম। এখনি বলে ফেল, আর কি দেরি করা মানায়?
আমার শত জনমের সাধনা, ভাবাই বড় দায়।

– অপরাজিতা জানো? আজকে মেডিকেলের প্রথম ক্লাস,
স্বপ্নে বিভোর আমার দু চোখ, হৃদয়ে সুখের উল্লাস।
– আমার যে আর ঘুমই আসবে না, তুমি ডাক্তার হবে,
সবাই ভালবাসবে, ডাকবে আমায় সে কথাই এ মন ভাবে।
– বলে দাও সবাইকে, এইত আর কটাদিন মাত্র বাকি তবে,
ডাক্তার হয়ে ফিরব নীড়ে, হাত রাখব তোমার হাতে।

– অপরাজিতা জানো? মেডিকেল বড্ড কঠিন পারিনা এ বেলা,
ছেড়েই বুঝি দিতে হবে, হবে না স্বপ্ন পূরণ মনে ভীষণ জ্বালা।
– কি বল! তুমি ভুলেও কর না, তোমায় আমার কসম,
স্বপ্নের দুয়াড়ে তুমি, পিছু হটো না আসুক কষ্ট পাহাড়সম।
– আইটেম কার্ড, টার্ম, প্রফ এক একটা জ্যান্ত বিভীষিকা,
আমাকে কুড়ে খাচ্ছে। পাব কি এ যন্ত্রণার শেষ দেখা?

– এম.বি.বি.এস শেষ হল তোমার? অনেক সময় তো গেল,
আমার বাবা বিয়ের জন্য পাত্র দেখছে, আর কত রুখবো বল?
– এইত আর কটা দিন, সবেই তো ভর্তি হলাম একটু ধৈর্য্য ধর,
ফিরবে তোমার ডাক্তার বাবু, বাবাকে বল কেন তুমি চিন্তা কর?

– বুড়িই তো হয়ে গেলাম, আর ক'দিনই বা বাঁচবো বল,
আমি পারব না, তুমি পড়ালেখা কর সেই তোমার জন্যে ভাল।

অপরাজিতা চলে গেলে সেই ক্ষণে, পণ করিলাম ভীষণ মনে,
মস্ত ডাক্তার হব আমি, বাবা বলবে এইতো আমার লক্ষ্মী ছেলে।
পড়ছি তো পড়ছি, টেবিলে পড়ি, টেবিলে খাই, টেবিলেই ঘুমাই,
ভাবি, এ যে এক মহাযন্ত্রণা, নিদারুণ পরিহাস পালাবো কোথায়?
এম.বি.বি.এস শেষ হল সবে, বি.সি.এস, এফ.সি.পি.এস কত কি বাকি
কি করে তোমায় ভাবি অপরাজিতা বল, সময় কি আর হয়ে উঠে নাকি?

– অপরাজিতা জানো? মস্ত ডাক্তার আমি, চারদিকে রোগী কোথায় যাই,
জীবন বলে কিছু আছে ভুলেই গেছি, ভাবাটাই কি বা মানায়?
– হুম। জানতাম আমি, পারবে তুমি, শুধুই পেয়েছ ভয়,
করছ তুমি মানুষের সেবা, আমার জন্য বড় গর্বের বিষয়।
– আমি এখন চেম্বার করি, অনেক টাকা পয়সা থাকে হাতে
চলে এসো একদিন সময় করে, ডিনার করব একসাথে।

– অপরাজিতা! আসছো তুমি? ভাবতেই যেন কেমন লাগছে,
জানো, আমার সময়টা খুবই মূল্যবান, রোগীরা সব কাঁতরে মরছে।
– আমিও ভীষণ ব্যস্ত থাকি, সময় যে আর হয়েই উঠে না,
থাক সেসব কথা, আগে বল বিয়েটা কি করেছো তুমি নাকি না?
– বললাম আমি মুচকি হেসে, ছেলেটা তোমার বড় হয়ে গেছে,
আমার কথা থাক না আজ, আকাশটা ভীষণ একলা লাগে।

কৌতুক

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথন

স্ত্রী : একটা কথা বলবো মারবা না তো?
স্বামী : কী কথা?
স্ত্রী : আমি প্রেগন্যান্ট।
স্বামী : এইটা তো খুশির সংবাদ, মারবো কেন?
স্ত্রী : না মানে, বিয়ের আগে তো আব্বারে একবার কইছিলাম, কি মারটাই না দিলো।

বল্টু আর কুদ্দুস অফিস শেষে ফ্ল্যাটে আসতেছে......

বল্টু : কিরে কুদ্দুস। লিফ্‌ট বন্ধ কেন?
কুদ্দুস : মনে হয় লিফ্‌ট নষ্ট হইছে।
বল্টু : হায় হায়!!! এখন তাহলে ১৯০ তলায় উঠবো কেমনে?
কুদ্দুস : সমস্যা নাই সিঁড়ি দিয়া উঠবো।
বল্টু : আমি পারবো না।
কুদ্দুস : শোন, আমি একটা মজার কথা বলবো আর উঠতে থাকবো, আমার কথা শেষ হলে তুই একটা দুঃখের কথা বলবি। এইভাবে আমরা ১৯০ তলায় উঠে যাব।
বল্টু : আচ্ছা ঠিক আছে।
(কুদ্দুসের মজার কথা শুরু)
কুদ্দুস : (মজার কথা শেষ করে) দেখছস আমরা কথা কইতে কইতে ১৬০ তলায় এসে পড়ছি। এখন তুই একটা দুঃখের কথা বলতে থাক।
বল্টু : দুঃখের কথা আর কি বলব বল! ফ্ল্যাটের চাবি টা তো গাড়িতে রাইখা আসছি।

মোঃ তুষার আহমেদ
রোল : ৩৭, ৩য় বর্ষ

মরীচিকা

তাসমিম জেরিন তন্না
রোল : ০৬, ২য় বর্ষ

নিভু নিভু করে,
জ্বলে আবার জ্বলে।
আলো সে পথ দেখায়
নিয়ে যায় দূরে সুদূরে,
হঠাৎ নিভে যায়,ডুবায় আধারে।
এ কেমন আলো, কেমন আলো!

দূরে ঐ নসিব আমার,
অন্ধকারে হোচট খায়।
আলো কই, আলো কই?
উঠে দাঁড়াবার ভরসা কই?
খুঁজে পাই, খুঁজে পাই,
মুহূর্তে মুহূর্তে হারাই।

আবার স্বপ্ন বুনে
হিংস্র এ বনে
আলোর ভরসায়।
আলো কই আলো কই?
স্বপ্ন দেখার চোখ কই?
পথ দেখায়, অন্ধত্ব দেয়
এ কেমন আলো, কেমন আলো!

বাবা

ফাউজিয়া আক্তার
রোল : ১১, ৩য় বর্ষ

বিপদে মোরে সাহস দিতো
পথ দেখাতো অন্ধকারে।

বলোতো বন্ধু সে কোন মহাজন
যার কথা আজ শতবার মনে পরে?

স্নেহ দিতো আদর দিতো, দিতো ভালবাসা বুক ভরা!!
সে যে, আমার বাবা; আমার বাবা!!

আমায় নিয়ে স্বপ্ন যার ছিলো শুধু আকাশ ভরা
বলিতো বাবা শিঁর উঁচু করে দাঁড়াও শক্ত করে
মেডিকেলে পড়ে ডাক্তার হয়ে সেবা দিবে দুঃখি মানুষের মন ভরে।

তোমার ছোঁয়ায় কম্পিত হোক
এ ধারা পিচ্ছিলিত যত পথ।
কে ঠেকায় তোমার জয় যাত্রা!
কে ঠেকায় তোমার বিজয় রথ!!

আজ তোমাদের বাবা আছে, আছে তাই আদর
তাই বুঝি- বুঝনা বন্ধু বাবার কি কদর।

CamScanner

বিশ্বাস

শ্রাবণী সিরাজ
রোল : ২২, ২য় বর্ষ

"Trust me Plz"এ কথাটি জীবনে কেউ কোন দিন একবার হলেও ব্যবহার করেননি, এরকম বললে তা আমি অন্তত বিশ্বাস করবো না। খেয়াল করলেই দেখা যাবে কথাটির ব্যবহার কিন্তু দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। শুধু কমে যাচ্ছে কথাটির মূল্য। এর মূল্য এখন এতটায় নিম্ন পর্যায়ে যে, তা এখন বাজারে কাটতেই চায় না। "তার তো এমন করার কথা ছিল না। তবে কেন এমন করলো সে?" যদি এরকম কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পান, তাহলে শুনুন আমি বলছি। এতদিন যে আপনি শুধু বলেছেন, "তাকে আমি আমার চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি"; আপনার "সে" এই বিশ্বাস শব্দটি নিয়ে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি আমার নিজেকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না। অবশ্যই সেটা বাইরের পরিবেশের কথা বলছি। তাই বলে আমি আপনাকে বলছিনা যে, আপনি আমার মতো হোন। আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন না, করবেন, সেটা অবশ্যই আপনার ব্যাপার। শুধু একটু সাবধানে থাকবেন। বলা তো যায় না, কে কখন আপনার সরল বিশ্বাসটা নিয়ে জটিল অবিশ্বাসের জাল বুনবে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সাথে কারও বিরোধ বাঁধাতে চাইছিনা। শুধু এটাই বলবো নিজের প্রতি একটু বেশি বিশ্বাস রাখবেন।

আচ্ছা, বিশ্বাস নিয়ে যে এত কথা বললাম, "বিশ্বাস জিনিসটা কি?" বিশ্বাস কি ধরা ছোঁয়া যায়? দেখা যায়? বিশ্বাস দেখতে কেমন? না, বিশ্বাস ধরা, ছোঁয়া যায় না, দেখাও যায় না। বিশ্বাস শুধু করা যায়। রাখা যায়। বিশ্বাস এমন একটা খুঁটি, যার উপর ভর করে সম্পর্ক নামক এত বিশাল বড় এবং ভারী জিনিসটি টিকে থাকে। বিশ্বাস এমন একটা বস্তু, যার উপর ভর করে ভালোবাসা নামক পবিত্র জিনিসটি গড়ে উঠে। বিশ্বাস এমন একটা সুন্দর সত্য, যার দ্বারা পুরো পৃথিবীটাকে জয় করা যায়। কারও বিশ্বাস ভাঙ্গা খুবই সহজ কিন্তু তা অর্জন বা রক্ষা করা খুবই কঠিন। এই জন্যেই হয়তো সবাই কঠিনটাকে বাদ দিয়ে সহজ কাজটাকেই বরণ করে নেয়। মিথ্যা হচ্ছে বিশ্বাসের পথে বাঁধা দেয়ার মত বড় আগাছা, যাকে নিম্নলিখিত ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়-

মিথ্যা $\propto$ বিশ্বাস ভাঙ্গা

অর্থাৎ, আপনাকে বিশ্বাস ভাঙ্গার কৌশলটা শিখিয়ে দিলাম। এই সমানুপাতিক চিহ্নটি তুলে দিলে যে ধ্রুব সংখ্যাটি আসবে তা হল আপনার "মন"। এটি এমন একটি ধ্রুব সংখ্যা, যার কোন মানে নাই, আছে শুধু বিশ্বাস রাখার উপায়। তাই একটা কথাই বলবো, বিশ্বাস করতে শিখুন, রাখতে শিখুন, ভাঙ্গতে নয়। আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম-

"বিশ্বাস করুন, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

CamScanner

একটি ডাইনিং-এর আত্ম কাহিনী

TRUST & SK

লাল মিয়ার তেহেরি
খেতে অনেক জেহেরি
খেতে খেতে যাই আমরা টয়লেট
কোথাও পাওয়া যায় না এর
ট্যাবলেট।

লাল মিয়ার তরকারি
স্বাদ বোঝা বেজায় ভারী,
তাও পোলাপাইনের সয়না দেরী
খেতে যায় অতি তাড়াতাড়ি

লাল আর ডাল, ডাল আর লাল
দুইয়ে মিলে অবস্থা মোদের
বেজায় বেহাল।

লাল মিয়ার খিচুরি
খেতে যাই তাড়াতাড়ি
মুখে দিয়েই দৌড় মারি।

লাল মিয়ার বোরহানী
খেয়ে হই হয়রানী,
লাল মিয়ার রান্না করা মাংস
মাঝে মাঝে পাইনা এর কোন অংশ

তবুও আমাদের খাবারের ভান্ডারি
এই লাল মিয়া-ই আমাদের
ডাইনিং এর কান্ডারি

বীর সন্তান

জান্নাত আরা মিলি
রোল : ১০, ৩য় বর্ষ

হে মহান, হে বীর সন্তান
জন্মেছো তুমি বীর বেশে।
তোমার জনমে ধন্য দেশ
গর্বে হাসে জামালপুর বাসী, সুখের তাদের নাইকো শেষ।

জানো কী বীর এই ধরনীর কত মানুষ তোমায় পুষ্প ছুড়ে?
তোমার ছোঁয়ায় অন্ধের জোষ্ঠী পেয়েছে কতজন ফিরে?

তুমি হীনে জানি মেডিকেল হত না জামালপুরের বুক জুড়ে
তাইতো তোমার জন্ম হল পঞ্চাশের দশকে জামালপুরের ঘরে
আমরাও ধন্য তোমার জন্য, তোমার শিক্ষা নিতে পেরে।

দোয়া করিও মহান, হে বীর সন্তান
রাখিতে যেন পারি তোমার দীক্ষার সম্মান।

তুমি হ'লে পূর্বাশের দ্বীপ্তিময় অরুন
দোয়া করি তাই পরজনমে খোদা তোমায় বেহেস্ত নসীব করুন।

নবীনদের আগমন

তানভীর দাউদ
রোল : ২৬, ৪র্থ বর্ষ

নবীন প্রাণ, নবীন মুখ
নবীনদের আগমনে রয়েছে নতুন সুখ।
মোরা শিক্ষক-ছাত্র সবাই মিলে,
নতুন করে এগিয়ে যাব তোমাদের নিয়ে।
তোমাদের কাছে রয়েছে আমাদের অনেক চাওয়া,
তোমরা হবে শান্তির প্রতীক
ভালবাসার প্রতীক।
এটা হবে আমাদের অনেক বড় পাওয়া।
প্রতি বছরই নবীন বাড়বে,
প্রবীন হবে সবাই।
আদর্শকে পুঁজি করে,
থাকবো মোরা ভাই-ভাই।

CamScanner

Deja Vu কি, কেন, কিভাবে

ইমতিয়াজ আহমেদ
রোল : ৫০, ২য় বর্ষ

ধরুন, জীবনে প্রথমবার প্যারিসে গিয়েছেন, আইফেল টাওয়ারের নীচে হাটাহাটি করার সময় হঠাৎ মনে হতে লাগল, এই জায়গায় আপনি আগেও এসেছেন? সামনের মানুষগুলোকে ঠিক এই জায়গায় আপনি আগেও দেখেছেন। অথচ সেটাই ছিল আপনার প্রথম প্যারিস সফর।

অথবা মনে করেন কোনো একদিন সকালে ক্লাসে বসে স্যারের লেকচার শুনছেন। ঠিক এই সময় আপনার অনুভূতি হলো, স্যার একটু পরে যে কথা বলবেন, তা আপনি জানেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, স্যার ঠিক কথাগুলোই বলেছেন।

আবার ধরুণ, আপনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। হঠাৎ কেউ একটা কথা বলল, আর আপনার মনে হলো, আপনি এই কথা আগেও বহুবার শুনেছেন, আপনি হয়তো দ্বিধায় পড়ে যেতে পারেন এই ভেবে যে, হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন!

এই যে অবাস্তব কল্পনা, যা আমাদের মনে অনুভূতি জাগায় যে, এই কাজ আমি আগেও করেছি, বা এই জায়গায় আমি আগেও এসেছি, এই অদ্ভুত অনুভূতির নাম "Deja Vu" শব্দটি ফরাসি, যাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় "Already seen" উইকিপিডিয়ায় যাকে বলা হয়েছে "The Feeling of having already lived through someting" মজার ব্যাপার হলো, পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত এই শব্দের সঙ্গে অনেকেও পরিচিত না থাকলেও এই ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা কিন্তও কম নয়। আসলে এই "Deja Vu" টা কি? কেন হয়? এসব নিয়েই আজকের এই লেখা-।

সাড়া দুনিয়ায় মূলত দুই ধরনের দেজা ভূ এর দেখা পাওয়া যায় ঃ

১। মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে,
প্যাথলজিক্যাল কন্ডিশনে দেজা ভু এর সৃষ্টি হতে পারে।

২। সুস্থ সবল মানুষের ক্ষেত্রে

এই গবেষণার প্রথমদিকে মনরোগ বিশেষজ্ঞরা পেয়েছিলেন একে মানসিক রোগ বলতে একটা নামও দেওয়া হয়েছিল। Temporal Lobe Epilepsy এই ধারণা কিছু গবেষককে বেশ আগ্রহী করে তুলেছিল। তবে শেষমেশই ধারণা তেমন একটা ভিত্তি পায়নি।

এই দেজা ভু এর সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে জন্মান্তরবাদ। ঠিক এই জায়গায় আমি পূর্বজন্মে ছিলাম, ঠিক এই কাজগুলো আমি আগেও করেছিলাম। অনেক গবেষক বিশেষ করে সাহিত্যিকরা এই ব্যাখায় সন্তুষ্ট। কিন্তু ব্যাপারটা কি আসলে এতো সহজ ?

আরেকটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা হচ্ছে "big Bang Theory" অনেক বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির সময় একই সাথে অনেকগুলো ইউনিভার্সের সৃষ্টি হয়, জার্নালের ভাষায় যাকে বলা যায় Parallel Universe, এই আলাদা আলাদা ইউনিভার্সের সাথে সাবকনশাস মাইন্ডের সংযোগের ফলে এই ধরনের অনুভূতি হতে পারে। যদিও প্যারালাল ইউনিভার্স এখনো সায়েন্স ফিকশনেই সীমাবদ্ধ, বাস্তবে এখনো আবিস্কৃত হয়নি।

CamScanner

বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ্‌স গ্রহনের ফলে এই ধরনের অনুভূতি হতে পারে বলে আরেকদল মতামত দিয়েছেন। কিন্তু ড্রাগ্‌স ছাড়াও এই ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয় বলে এই থিওরি ধোপে টেকেনি।
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ জীবনে একাধিকবার এই অনুভূতির শিকার হন। অথচ অনেকে এক বিভ্রান্তি হিসেবে উড়িয়ে দিতে চান। দেজা ভু এর অনেকগুলো তাই এখন পর্যন্ত পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে এর কারণ বলতে পারেননি। মানুষের মস্তিষ্কের অসম্ভব জটিল কার্যকলাপের পুরোটা এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য আমাদের হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

[সংগ্রহ- উইকিপিডিয়া]

আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার

তানভীর দাউদ
রোল : ২৬, ৪র্থ বর্ষ

আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার
রাগ করেন খুবই কম, ভালবাসেন অনেক বেশি
তাইতো আমাদের ক্যাম্পাস থাকে সর্বদাই হাসিখুশী।
তিনি আছেন সর্বদাই আমাদের সুখে-দুঃখে পাশে,
পরখ না করলে বুঝানো যাবে না তিনি আমাদের কত ভালবাসে।
তিনি আমাদের পিতার সমান
করেন না কখনো আমাদের প্রতি অভিমান
তিনি আমাদের সর্বদাই রাখেন তাঁর ছত্রছায়া তলে
মরুর বুকে তরুর ছায়া প্রশান্তি তলে।
তিনি আমাদের সকল বিষয়ের পথ প্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ,
তাঁকে অনুসরণ করলে আমাদের ভবিষ্যত জীবন হবে দুর্ধর্ষ।
তিনি আমাদের কাছে সর্বদাই একজন পরম বন্ধুর মত
সর্বদাই আমাদের আগলিয়ে রাখেন সন্তানেরই মত।

শূন্য আকাশ

জেসমিন সুলতানা দিনা
রোল : ০৫, ৩য় বর্ষ

আকাশটা অনেক উচুঁতে
জানালার গ্রীলের ফাঁক দিয়ে,
তার কতটুকুইবা দেখা যায়?
তবুও আমি আকাশ খুঁজি
অনেক খুঁজে ক্লান্ত আমি।
আমার আকাশ কোথায় হারালো?
বৃথা খুঁজে খুঁজে
জানতে পেলাম
আমার আকাশ,
তোমাতে বিলীন।
আর তাইতো আমি
–আকাশহীন ॥
তোমার আশেপাশে,
নীল মেঘের ঘনঘটা।
আর আমার পরে–
অসীম শূন্যতা ॥

CamScanner

জানা ও অজানা

মোঃ মাফিন মোর্শেদ
রোল : ৩০, ৩য় বর্ষ

- গরম পানি ঠান্ডা হবার চেয়ে বরফে কম সময়ে পরিণত হয়।
- লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা' এর কোন ভ্রু নেই, ব্যাপারটা খেয়াল করেছিলেন কি?
- মানবদেহের সবচেয়ে শক্তিশালী মাংসপেশী হল 'জিহ্বা'।
- পিঁপড়া কখনও ঘুমায় না।
- কোকা-কোলা শুরুর দিকে সবুজ রঙের ছিল, কালো নয়।
- পৃথিবীর সকল মহাদেশ এর নাম ইংরেজিতে শুরু এবং শেষ হয় একই অক্ষর দিয়ে, কি মিল না?
- -৪০° সেলসিয়াস এব ৪০° ফারেনহাইট একই সমান।
- মহিলারা পুরুষের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ চোখর পলক ফেলে।
- আপনি কখনও নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে পারবেন না।
- শুকর কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারে না।
- ১১১, ১১১, ১১১ X ১১১, ১১১, ১১১
  = ১২৩,৪৫৬,৭৮৯৮৭,৬৫৪৩,২১ , একেই বলে অংকের যাদু।
- ইহা একটি খাবার, কিন্তু কখনও নষ্ট হয় না, বা পঁচে না, এটা কি? উত্তর : মধু।
- কুমির কখনও নিজের জিহ্বা মুখ থেকে বের করতে পারে না।
- একটি শামুক তিন বছর পর্যন্ত টানা ঘুমোতে পারে।
- সকল শ্বেত-ভাল্লুক বামহাতি হয়ে থাকে।
- প্রজাপতি তাদের পা দিয়ে স্বাদ নিয়ে থাকে।
- হাতিরাই একমাত্র প্রজাতি যারা লাফ দিতে পারে না বা জানে না।
- মাত্র এক ঘন্টা কানে ইয়ারফোন বা হেডফোন পড়ে থাকলে সেখানে ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ ৭০০ গুণ বৃদ্ধি পায়।
- দিয়াশলাই বা ম্যাচ আবিষ্কারের পূর্বে সিগারেটের লাইটার আবিষ্কার হয়েছিল।
- আঙ্গুলের ছাপের ন্যায়, প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার ছাপ ভিন্ন এবং অনন্য।

[সংগৃহীত]

CamScanner

প্রত্যাশা

শামিলা তাবাস্‌সুম
রোল : ০১, ২য় বর্ষ

সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া মেয়ের মুখ দেখে রফিক সাহেব বললেন "মেয়ে আমার ডাক্তার হবে।" এই থেকে শুরু হলো প্রত্যাশা।
মেয়ে ভর্তি হলো স্কুলে। এবার রফিক সাহেব মেয়েকে বললেন, "মা! পরীক্ষায় প্রথম হওয়া চাই।" আবার প্রত্যাশার আগমন।
মেয়ে এবার কিন্ডারগার্টেন এর পার্ট চুকালো। শহরের সবচেয়ে বড় হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিল। এই যাত্রা রফিক সাহেব বললেন "এই স্কুল শহরের সবচেয়ে বড় স্কুল, এখানে তোমায় ভর্তি হতেই হবে।" প্রত্যাশার নতুন মাত্রা যুক্ত হলো।

ধীরে ধীরে এস.এস.সি পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে আসলো। এবার রফিক সাহেব মেয়েকে বললেন, "গোল্ডেন তো পেতেই হবে মা। নয়তো এই পড়ালেখার কী দাম!" আরও একটি প্রত্যাশার সাথে পরিচিত হলো মেয়েটির।
এস.এস.সি.তে গোল্ডেন পেয়ে শহরের নামী কলেজে ভর্তি হলো মেয়ে। এইবার রফিক সাহেবের উক্তি, "এস.এস.সি. এর রেজাল্ট তো কিছুই না। এইচ.এস.সি.তে গোল্ডেন পাওয়া চাই।" এভাবে প্রত্যাশার পরিমাণ বাড়তেই লাগলো।

এইচ.এস.সি.তে গোল্ডেন পাওয়ার প্রত্যাশাও পূরণ করলো মেয়ে। এবার ভর্তি পরীক্ষার পালা। রফিক সাহেব মেয়েকে বললেন, "মা, ডাক্তার হওয়া চাই। এত বছরের পড়ালেখা, সাধনা, রেজাল্টের কী দাম, যদি মেডিকেল কলেজে চান্সই না পাও। ডাক্তার না হতে পারলে যে জীবনই বৃথা।" এইবার প্রত্যাশা পর্বত শৃঙ্গ ছুঁলো।

৯১ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে বাছাই হয়ে মেয়ে এবার মেডিকেলেও চান্স পেলো। হাফ ছারলো এই ভেবে যে, এইবার বুঝি সকল প্রত্যাশা শেষ হলো। তবে তাকে ভুল প্রমাণ করে রফিক সাহেব বললেন, "মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছো, সবে তো শুরু। ভালো নম্বরের সহিত এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জন না করতে পারলে তো ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয় মা।" প্রত্যাশা এবার আরও এক ধাপ আগালো।

মেয়ে এবার সম্মানের সহিত এম.বি.বি.এস ডিগ্রি অর্জন করলো। নতুন প্রত্যাশা নিয়ে এবার রফিক সাহেব বললেন, "এম.বি.বি.এস. দ্বারা তো ডাক্তার হওয়ার পথে একটি ছোট ধাপ পার হলে, ভালো ডাক্তার হতে হলে এফ.সি.পি.এস. ডিগ্রি থাকা চাই। সাথে বিসিএস এ উত্তীর্ণ হতে না পারলে ডাক্তার হয়ে কী লাভ, মা!" এবার প্রত্যাশা আকাশ ছুঁলো।
জন্মের সাথে সাথেই শুরু হয় এই প্রত্যাশা। যা মৃত্যুর আগ দিন পর্যন্তও শেষ হয় না। আর এভাবেই প্রত্যাশা গুলো পূরণ করতে করতেই বেঁচে থাকার স্বাদ টুকুই নেওয়া হয় না। তবে কী আমাদের জন্মই হয় সবার প্রত্যাশাগুলো পূরণ করার জন্য?

CamScanner

জীবনকে বদলে দেওয়ার মত কিছু কথা

মাহমুদুল হাসান মিঠুন রোল : ২০, ৩য় বর্ষ

[সংগৃহীত]

- যার কথার চেয়ে কাজের পরিমাণ বেশি
সাফল্য তার কাছেই এসে ধরা দেয়।
কারণ যে নদী যত গভীর
তার বয়ে যাওয়ার শব্দ তত কম।

- মনে রাখবেন, আপনি কে বা আপনার কি আছে
তার উপর আপনার সুখ নির্ভর করে না।
আপনার সুখ নির্ভর করে-
আপনি কেমন চিন্তা করেন তার উপর।

অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়
নিজেকে খুঁজুন, নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন
অস্পষ্টতায় ভরা দূরের কিছু থেকে
কাছের স্পষ্ট কিছু দেখা অধিকতর শ্রেয়।

- আপনি রাগান্বিত হয়ে
বর্তমানে যদি সুখী হওয়ার চেষ্টা করুন
সে সুখ ভবিষ্যতে আপনার দুঃখ নিয়ে আসবে।

- আত্মসম্মান, আত্মজ্ঞান, আত্মনিয়ন্ত্রণ
এই তিনটিই শুধু মানুষকে সর্বশক্তিমান করে তুলতে পারে।

- আমরা যখন আমাদের কর্তব্য পালন করতে অবহেলা দেখাই
কোন দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করি না
ঠিক তখনই অবহেলা আসে।

- যে কাজ করতে চলেছেন
সে সম্পর্কে আপনার অবশ্যই ধারনা রাখতে হবে।
সে সম্পর্কে ধারণা না থাকার অর্থ
আপনি অন্ধকারের যাত্রী, ঠিক কোন অন্ধের মত।

- আমরা যখন কোন কাজ ভালবেসে করি
আমাদের কাজের পেছনে যখন কোন অনুভূতি কাজ করে
তখনই আমরা সেরা হয়ে উঠি।

- জীবনে শুধু কি কি পেয়েছেন
যদি সেগুলোর কথাই ভাবেন
তাহলে আর পাওয়ার দুঃখ থাকবেনা।

- সাফল্য হল আপনি যা চান তা হাসিল করা
আর আনন্দ হল যা চান তা পাওয়া।
নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন
অবশ্যই সফল হবেন আপনি।

- নিজেকে ভালবাসুন
অপরকে ভালবাসার চেষ্টা করুন
জীবন অবশ্যই সুন্দর হবে

CamScanner

অনুপ্রেরণা

চন্দ্রিকা জেরিন
রোল : ১৫, ২য় বর্ষ

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিলো ডাক্তার হবো, আর আমার বাবা-মারও স্বপ্ন ছিলো "মেয়ের স্বপ্ন পূরণ করবে তারা" ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ১২ বছর কাটে তখন পাশেই ছিলেন বাবা-মা, তা সত্ত্বেও আমি প্রায়ই পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগী হয়ে যেতাম, Stimulation পেতাম না। তখন শরণাপন্ন হতে হতো Youtube এর, দেখতে হতো Motivational Speaker দের Video শুনতে হতো Sandeep Maheshwar এর মতো Speaker দের কথা, এখন যখন হোস্টেলে থাকি আসলে বুঝতে পারতেছি, কত বড় বোকা ছিলাম আমি, আমার রুমের পাশেই ছিলো আমার Motivational Speakers. আজ যখন আমার পড়তে ইচ্ছা করে না বা Depressed থাকি, বাবা-মা কাউকে কল দিলেই কোথা থেকে যেনো Stimulation চলে আসে। এখন যখন একা সব করতে হয় তখন আসলে বুঝতে পারি তারা কতটা Multitasking করেন, কিন্তু ভালো কথা হলো এখন আর Youtube লাগে না। এখনও ছোট বেলার মতো আমার মা-বাবা আমার রেজাল্টের অপেক্ষা করে, প্রায় ১ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও আমার মাকে ফোন দিয়ে আইটেমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়। কোন স্যার বা ম্যাডাম কী বললেন, কী কী হলো, কত মার্কস পেলাম ইত্যাদি..............আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হলো তারা যথেষ্ট পরিমাণের আগ্রহ নিয়ে আমার কথা শোনে। I Think I will not be able to find such motivational speakers on youtube & my parents Keep telling me that-

"Be Honest, work hard and
people will always remember you"

হাসতে হাসতে পেটে খিল

মোঃ মাফিন মোর্শেদ
রোল : ৩০, ৩য় বর্ষ

টাকা বাঁচাতে....

ডাক্তারের কাছে গিয়ে আনারুল দেখল, চেম্বারের দরজায় বড় করে লেখা......

প্রথম ভিজিট	৫০০ টাকা
দ্বিতীয় ভিজিট	৩০০ টাকা

২০০ টাকা বাঁচাতে সে মনে মনে একটা বুদ্ধি আটলো।
ডাক্তারের রুমে ঢুকেই–

আনারুল : ডাক্তার সাহেব, আবার এলাম। আমার অসুখ তো ভালো হলো না।
(ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে তাকালেন এবং মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।)

ডাক্তার : আগে যে ঔষধগুলো দিয়েছিলাম, সেইগুলোই চলবে
এবার ঝটপট ৩০০ টাকা ভিজিট দিন।

ইউরিন টেস্ট....

কুমিল্লার সুমন একবার এক কেমিষ্টের কাছে গিয়ে বলল–

সুমন : ভাই আমায় একটু সাহায্য করবেন?

কেমিষ্ট : জ্বি, বলুন।

(সুমন তার হাতের বোতল থেকে ১ চামচ কেমিষ্টকে খাইয়ে জিজ্ঞেস করল–)

সুমন : ভাই, টেষ্ট কেমন, মিষ্টি নাকি?

কেমিষ্ট : না'তো, কেন?

সুমন : এটাই জানার ছিল। ডাক্তার বলেছিলো যে, কেমিষ্টের কাছে গিয়ে টেষ্ট করাতে আমার ইউরিনে সুগার আছে কিনা?

দুর্বিসহ

তানজিম মাহমুদ
রোল : ৪৪, ৪র্থ বর্ষ

স্বপ্ন ছিলো একদিন বড় হবার,
সেবা দিয়ে মানব মন জয় করার,
তবে রে ইচ্ছে পূরণ হলো এবার।
ডাক্তার! এ যেন সময়ের ব্যাপার।

কিছুদিন পরের কথা বলি এবার,
রঙ্গিন দুনিয়ায় নেমেছে আঁধার।
চোখের সামনে আইটেমের পাহাড়।
বইয়ের পাতা যে শেষ হয় না আর!

দুঃসময়ে বুঝি কেটে গেলো সময়।
কার্ড-টার্মের যন্ত্রণায় এ দেহ ক্ষয়।
ঘুমের দেখা নাই দু চোখের পাতায়,
এ বুঝি প্রফ এসে হাজির দরজায়।

ফাংশন-মেটাবলিজামের যন্ত্রণায়,
পাশ না ফেল? কী করি? মনে শুধু ভয়।
এনাটমীর কথা কি ভুলে থাকা যায়?
হায় রে এত পড়া? মনে রাখাই দায়।

এখানেই শেষ নয়, গুনছি প্রহর,
হাসি কান্নায় কেটে গেলো তিন বছর।
এক প্যাথলোজিতে জীবন ছারখার,
মাইক্রো-ফার্মার কথা না বলি আর।

মেডিসিন-সার্জারির মহা সাগর
পাড়ি দিবো কীভাবে? এ চিন্তায় বিভোর।
জীবনটা দুর্বিসহ, কঠিনতর,
তবুও স্বপ্নপূরণে নির্বিকার।

যারা এ সময় হয়েছে পার,
ধরেছে ধৈর্য্য, করেছে ত্যাগ বার বার,
শ্রদ্ধা জানাই, স্মরণ করি তাদের।
স্বপ্ন হতে বাস্তব, এ লক্ষ্য মোদের।

কথোপকথন

আব্দুল্লাহ আল সাইমুন
রোল : ৩৪, ৪র্থ বর্ষ

প্রায় বছর কুঁড়ি পরে
হঠাৎ একদিন দেখা হলে
আমি চশমার কাঁচটা কাছে টেনে
ভাববো, তুমিই এলে?

তোমার চুলে পাক ধরেছে
আমার সেই কবেই শুভ্র মেঘ
তবুও আমি হেসে দেব ইংগিতে
তোমাতে মিশ্র অভিমান, চোখে নির্মোহ আবেগ

টুকটাক কথার ফাঁকে
জেনে নিব কেমন আছো নিশ্চিন্ততায়
তুমি বলবে কম,
আমি আগের আমিই হয়ে যাব না হয়
ফুরিয়ে যাবে এক দুপুর গল্পকথায়।

জানব তোমার ছেলের কথা অথবা ভবিষ্যতের কল্পনা,
আমার পৃথিবীর ছবি দেখাব তোমায়,
তুমি কোন এক সন্ধ্যায় বহু আগেই আমন্ত্রণে
নাম রেখেছিলে--আল্পনা!

পুরোনো কথায় হয়তো চোখ ভিজবে
চুপচাপ শেষও হবে এক সময়
তুমি চলে যাচ্ছ এইতো,
আমি চাই খুব হোক আরও নিস্তব্ধতা
এই মুহুর্ত যেন কখনো শেষ না হয়

তবুও ছেড়ে যাওয়ার বাতিক তোমার বরাবরই
পেছনে ফেলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষত!

একা প্লাটফর্মে ঝাপসা চোখে চেয়ে রই
আমি
ঠিক সেই দিনটার মত....

CamScanner

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর
বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৭ উদ্‌যাপন কমিটি

আহ্বায়ক

মোঃ রাকিবুল হাসান, ৪র্থ বর্ষ

যুগ্ম আহ্বায়ক

তানজিনা আক্তার, ৪র্থ বর্ষ

নাজমুর রহমান রাসেল, ৪র্থ বর্ষ

সদস্য সচিব

মোঃ হাবিবুল্লাহ্, ৪র্থ বর্ষ

সদস্য

আব্দুল্লাহ আল সাইমুন, ৪র্থ বর্ষ
সাদেক হোসেন আকন্দ, ৪র্থ বর্ষ
মাহমুদুল হাসান মিঠুন, ৩য় বর্ষ
অসীন নন্দী শৈলী, ৩য় বর্ষ
ইততেশাম উদ্দিন তুষার, ২য় বর্ষ
বদরুদ্দোজা উজ্জ্বল, ৪র্থ বর্ষ
সেলিম বাবু, ৪র্থ বর্ষ
মোঃ নিয়ামুল ইসলাম রিফাত, ৪র্থ বর্ষ
খালিদ হাসান পিয়াল, ৩য় বর্ষ
চন্দ্রিকা জেরিন, ২য় বর্ষ

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ২০১৭ এর ফলাফল

ক্রিকেট

চ্যাম্পিয়ন - ২য় বর্ষ (SHMC-03)
রানার্স-আপ - ৪র্থ বর্ষ (SHMC-01)

ফুটবল

চ্যাম্পিয়ন - ৪র্থ বর্ষ (SHMC-01)
রানার্স-আপ - ৩য় বর্ষ (SHMC-02)

ব্যাডমিন্টন

চ্যাম্পিয়ন (মেয়ে)

তানিয়া ফেরদৌস তুষ্টি, ৪র্থ বর্ষ (SHMC-01)
নাফিসা খান অরণী, ৪র্থ বর্ষ (SHMC-01)

রানার্স-আপ (মেয়ে)

মাহবুবা জেরিন, ২য় বর্ষ (SHMC-03)
মালিহা চৌধুরী মীম, ২য় বর্ষ (SHMC-03)

চ্যাম্পিয়ন (ছেলে)

মাহমুদুল হাসান মিঠুন, ৩য় বর্ষ (SHMC-02)
মোঃ তুষার আহম্মেদ, ৩য় বর্ষ (SHMC-02)

রানার্স-আপ (ছেলে)

মাহফুজুল ইসলাম সুমন, ২য় বর্ষ (SHMC-03)
মাহবুবুর রহমান সৌরভ, ২য় বর্ষ (SHMC-03)

ক্যারাম

চ্যাম্পিয়ন

সালাউদ্দিন আহমেদ শুভ্র, ৩য় বর্ষ (SHMC-02)
মোঃ আনারুল ইসলাম, ৩য় বর্ষ (SHMC-02)

রানার্স-আপ

রিফাতুল্লাহ, ২য় বর্ষ (SHMC-03)
মোঃ আলভী হাসান, ২য় বর্ষ (SHMC-03)

গোধূলীর ও পারে...

একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর।

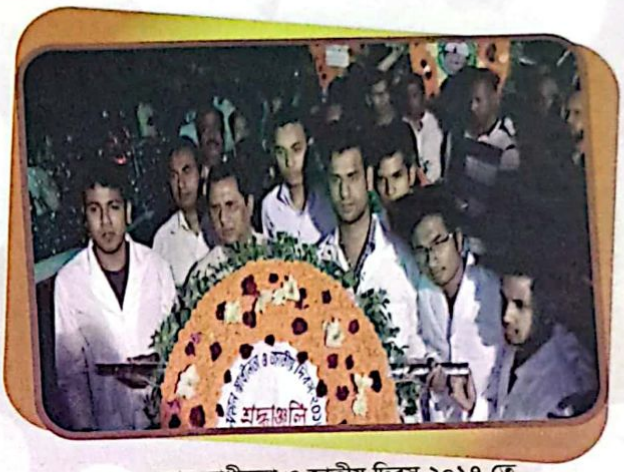

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ তে
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বর্ষ বরণে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক
মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড স্বীকৃতি পাওয়ায় শেহামেক এর পক্ষ থেকে আনন্দ র‍্যালি

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে শেহামেক, জামালপুরের
অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের শোক র‍্যালি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবসে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের
পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

CamScanner

গোধূলীর ও পারে...

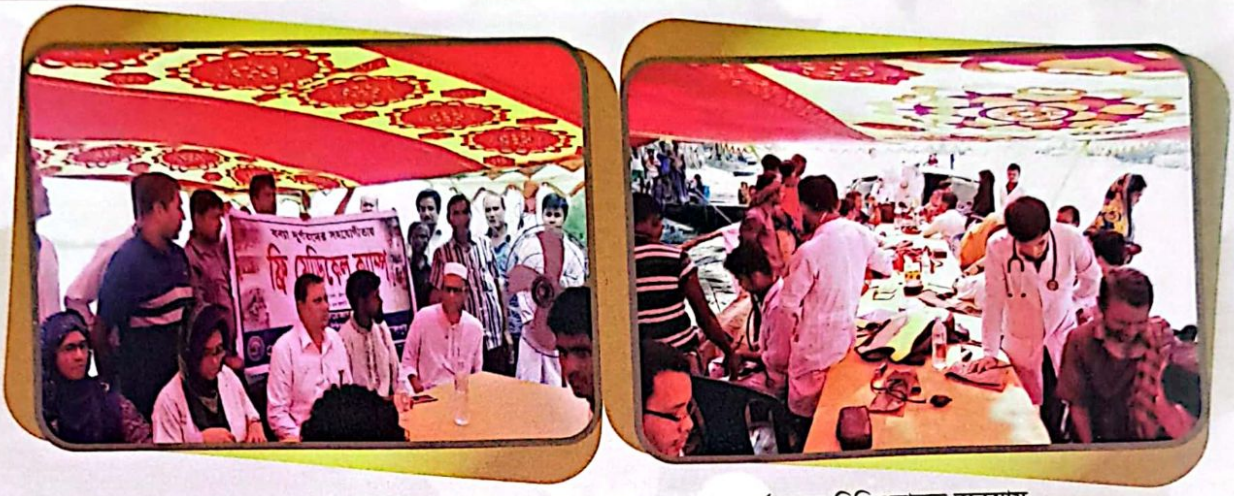

জামালপুরের ইসলামপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বন্যা দুর্গতদের চিকিৎসারত অবস্থায়
শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের শিক্ষকমন্ডলী এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ

৩য় ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের শুভ উদ্বোধন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান/২০১৭'এ
উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ মহোদয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণ করছেন
অধ্যক্ষ মহোদয়

বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৭ এর শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭ এর উদ্বোধনী ফুটবল ম্যাচের প্রাক্কালে
খেলোয়াড়দের সাথে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী

CamScanner

গোধূলীর ও পারে...

RFST ও শিক্ষা সফর

"RFST" প্রোগ্রামে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'এ শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমন্ডলী সহ ৩য় বর্ষের (ব্যাচ-০১) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষা সফরে বান্দরবনের নীলগিরিতে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১ এর একাংশ

শিক্ষা সফরে বান্দরবনের নীলাচলে এক ফাঁকে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে পেপসি হাতে শেহামেক-০১

শিক্ষা সফরে সাগর পাড়ে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১ এর একাংশ

কক্সবাজার এর ইনানী বীচ এ
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১

CamScanner

গোধূলীর ও পারে...

RFST ও শিক্ষা সফর

"RFST" প্রোগ্রামে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স'এ শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমন্ডলী সহ ৩য় বর্ষের (ব্যাচ-০১) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষা সফরে বান্দরবনের নীলগিরিতে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১ এর একাংশ

শিক্ষা সফরে বান্দরবনের নীলাচলে এক ফাঁকে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে পেপসি হাতে শেহামেক-০১

শিক্ষা সফরে সাগর পাড়ে
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১ এর একাংশ

কক্সবাজার এর ইনানী বীচ এ
অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে শেহামেক-০১

CamScanner

গোধূলীর ওপারে...

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের বার্ষিক প্রীতিভোজ ২০১৭

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন
মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোঃ নাসিম, এমপি এবং মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব মির্জা আজম, এমপি

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর নির্মাণ কাজ
পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়

ঝড়ঝাঁপ

শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ, জামালপুর-এর
৪র্থ ব্যাচের ছাত্র/ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের

CamScanner